ইউনিট ৪

আল-হাদিস

ভূমিকা

ইসলামি জীবনাদর্শের মূল ভিত্তি আল-কুরআন। এবং দ্বিতীয় ভিত্তি আল-হাদিস। কুরআন জীবন বিধানের মৌলিক নীতিমালা উপস্থাপন করে। আর হাদিস সেই মৌলনীতির আলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে। তাই হাদিস হচ্ছে কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা, কুরআনের বাহক বিশ্বনবীর (স) পবিত্র জীবনচরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ তথা তাঁর বাণী, কাজ, হেদায়াত ও উপদেশাবলির বিস্তৃত উপস্থাপনা। ইসলামি জীবন-দর্শনে কুরআনের সাথে হাদিসের রয়েছে অপরিসীম গুরুত্ব। এ ইউনিটে হাদিসের পরিচয়, প্রকারভেদ, প্রধান হাদিস সংকলকদের জীবনী ও অবদান এবং হাদিস শাস্ত্রে ব্যবহৃত কতিপয় পরিভাষা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	এ ইউনিটের পাঠগুলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নের সময় লাগবে সর্বোচ্চ ১২ দিন।

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১ : হাদিসের পরিচয়, আলোচ্য বিষয় ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

পাঠ-২ : হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

পাঠ-৩ : হাদিস সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা

পাঠ-৪ : হাদীস সংরক্ষণ

পাঠ-৫ : কুরআন ও হাদিসের মধ্যে পার্থক্য

পাঠ-৬ : আদর্শ জীবন গঠনে হাদিসের শিক্ষা

পাঠ-৭ : হাদিসের প্রকারভেদ

পাঠ-৮ : হাদিস শাস্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষা

পাঠ-৯ : ইমাম বুখারী (র)

পাঠ- ১০ : ইমাম মুসলিম (র)

পাঠ-১১ : ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযি (র)

পাঠ- ১২ : ইমাম নাসায়ি ও ইমাম ইবনে মাজাহ (র)

পাঠ-১: হাদিস-এর পরিচয়, আলোচ্য বিষয় ও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- হাদিসের পরিচয় বলতে পারবেন;
- হাদিসের আলোচ্য বিষয় বর্ণনা করতে পারবেন;
- হাদিসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	হাদিস, ওহী, ইলাহী, শরী'আত, সুন্নাহ, হাদিসে কুদসি, সমর্থন।

১.১ হাদিসের পরিচয়

'হাদিস' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- কথা ও বাণী। ইসলামি পরিভাষায় নবী হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স) জীবনে যা বলেছেন, যা করেছেন, যা অনুমোদন দিয়েছেন এবং সাহাবিদের যে সমস্ত কাজ ও কথার প্রতি সমর্থন ও সম্মতি দান করেছেন তার সবগুলোই হাদিস। অনুরূপভাবে সাহাবী ও তাবেঈদের কথা, কাজ এবং সমর্থনও হাদিস হিসেবে পরিগণিত।

হাদিসের বিষয়ে আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, "কুরআনের পর সকল জ্ঞানের মধ্যে সর্বাধিক উন্নত ও তথ্য সমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে হাদিস।" হাদিসকে সুন্নাহও বলা হয়। তবে সুন্নাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে রীতিনীতি, প্রথা ও নিয়ম। রাসূলে করীম (স)-এর হাদিসও এক প্রকার ওহী। কেননা মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ বলেছেন, ওহী দু'প্রকার-

(১) প্রকাশ্য ও পঠিত ওহী

(২) অপ্রকাশ্য ও অপঠিত ওহী।

কুরআন হল প্রকাশ্য ও পঠিত আল্লাহর বাণী এবং হাদিস হল গোপন ও অপঠিত ইলাহী নির্দেশ। রাসূলুল্লাহ (স) কখনও শরীআত ও ইসলাম বিষয়ক কোন কথা নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বা মনগড়া বলেননি। আল্লাহর হুকুম ছাড়া যে তিনি কোন কথা বলেননি আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তার সাক্ষ্য দিচ্ছেন-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى

"এবং সে মনগড়া কথা বলে না। এতো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" (সূরা আন-নাজম-৫৩ : ৩-৪)

আর প্রকাশ্য ওহী ছাড়া অন্য যে সমস্ত কথা তিনি সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে পেয়েছেন সেগুলোকে হাদিসে কুদসি বলা হয়।

পরিভাষায় মহানবী (স)-এর কথা, কাজ সমর্থনকেই হাদিস বলা হয়। আর সাহাবীগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় আছার এবং তাবিঈন ও তাবি-তাবিঈনের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় ফাতাওয়া।

১.২ হাদিসের আলোচ্য বিষয়

হাদিসের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, রাসূলুল্লাহর (স) জীবন ও কর্ম, তাঁর কথা, কাজ এবং সম্মতিমূলক কথা-কাজ-আচরণ, তাঁর সামগ্রিক জীবন ও জীবনাদর্শ-ই হচ্ছে হাদিসের আলোচ্য বিষয়। হাদিস-বিজ্ঞানীগণ ঐকমতৌর ভিত্তিতে বলেন, "ইলমে হাদিসের বিষয়বস্তু বা আলোচ্য বিষয় হল- রাসূলে করীম (স)-এর মহান সত্তা এ হিসেবে যে, তিনি আল্লাহর রাসূল।"

অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরামের কথা-কাজ ও অনুমোদনমূলক কথা এবং কাজের বিবরণও হাদিসের আলোচ্য বিষয়। তেমনিভাবে তাবিঈনের কথা, কাজ ও তাঁদের অনুমোদনমূলক কথা ও কাজের বিবরণও আলোচ্য বিষয়। শরীআতের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে কুরআন মাজীদের পরেই হাদিসের স্থান। আর এ হাদিস কুরআনেরই ব্যাখ্যা ও বাস্তব-রূপায়ণ।

১.৩ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামি শরীয়ত মোতাবেক জীবন যাপনে করার জন্য হাদিসের জ্ঞান অপরিহার্য। কেননা রাসূলের আনুগত্যের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য, কর্ম, অবস্থা ও অনুমোদিত বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন আবশ্যক। ইসলামি শরীআতের বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকাম সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানার্জন রাসূলের হাদিসের মাধ্যমেই সম্ভব। আর হাদিসের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে তা বিশ্বাস ও সে অনুযায়ী আমল এবং জীবনে বাস্তবায়ন মানব জীবনের মুক্তির জন্য অপরিহার্য।

সারসংক্ষেপ

হাদিস ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় দ্বিতীয় উৎস। হাদিস ও সুন্নাহ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স) এর জীবনাদর্শ। কুরআনকে ইসলামি শরী'আতের মূলনীতি বলা হয়েছে। আর হাদিস সেই মূলনীতির ব্যাখ্যা। কুরআনের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে হাদীস অধ্যয়নের বিকল্প নেই।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ হাদিস ও সুন্নাহর পরিচয় নিয়ে পরস্পর আলোচনা করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। হাদিস শব্দের আভিধানিক অর্থ-

(ক) কথা ও বাণী (খ) কাজ ও কথা

(গ) সংবাদ ও বাণী (ঘ) সুন্নাহ

২। সুন্নাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ-

(ক) কথা ও বাণী (খ) কাজ ও কথা

(গ) রীতি-নীতি ও প্রথা (ঘ) একটিও না

৩। ওহী দু প্রকার, যথা-

(ক) পঠিত ও অপঠিত (খ) প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য

(গ) মাতলু ও গায়রে মাতলু (ঘ) মুফরাদ ও মুরাক্কাব

৩। রাসূলুল্লাহ (স) শরী'আতের ব্যাপারে -

(ক) নিজে কোন কথা বলেননি (খ) নিজেই বিধান দিতেন

(গ) আল্লাহর পক্ষ থেকে কথা বলতেন (ঘ) অন্যের শেখানো কথা বলতেন

৪। হাদিস ও সুন্নাহর মধ্যে -

(ক) পার্থক্য আছে (খ) কোন পাথ্যক্য নেই

(গ) কিছু পার্থক্য আছে (ঘ) অনেক পার্থক্য আছে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

পবিত্র কুরআনের পর সর্বাধিক উন্নত ও সমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো হাদীস

৫। হাদীস কার বাণী ?

(ক) আল্লাহর (খ) রাসূলের

(খ) ইমাম আবু হানিফার (গ) ইমাম শাফেয়ীর

৬। হাদীসের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে জানতে পারবে-

i. কুরআনের ব্যখ্যা ii. হাদিসের বিষয়বস্তু iii. সুন্নাহর বর্ণনা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

বার্ষিক ইসলামি সম্মেলনে প্রধান বক্তা মাওলানা হাফিজুল্লাহ বলেন, প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর জীবনের শেষ লগ্নে সাহাবিদের উদ্দেশে বলেছিলেন: আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি - তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে পারলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, পৃথিবীর অনেক মানুষই আজ পথভ্রষ্ট। ফলে পৃথিবীর সর্বত্র আজ চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানির সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। এক কথায় বলা যায়- পৃথিবীর সর্বত্র আজ অশান্তি বিরাজ করছে।

ক. হাদিস কী ? ১

খ. কুরআনের বাণী: 'রাসূল (স) নিজ থেকে কিছু বলেন না'- ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. হাদিস ও সুন্নাহ সম্পর্কে বিবরণ দিন । ৩

ঘ. হাদিসের প্রয়োজনীয়তা _উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। গ ৩। গ ৪। ক ৫। খ ৬। ঘ

পাঠ -২: হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- হাদিসের বিধানগত গুরুত্ব বলতে পারবেন;
- কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে হাদিসের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন;
- অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	উম্মাতে মুহাম্মাদী, হুকুম-আহকাম, বিধি-বিধান, শরীআতের উৎস, সালাত কায়েম।

২.১ হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

কুরআন মাজীদের পরেই হাদিসের স্থান এবং এ হিসেবে হাদিস ইসলামি শরীআতের দ্বিতীয় উৎস। হাদিস হচ্ছে রাসূল (স)-এর জীবনালেখ্য ও কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই ইসলামি শরীআতে হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুরআনে যে সমস্ত হুকুম-আহকাম সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ হাদিসে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সালাত ও যাকাতের কথা বলা যেতে পারে। কুরআনে শুধু বলা হয়েছে– "সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও।" কিন্তু কীভাবে সালাত কায়েম করতে হবে এবং কীভাবে যাকাত দিতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে নেই। তাঁর হাদিসে

এর ব্যাখ্যা ফুটে ওঠেছে। হাদিস ও সুন্নাহর মাধ্যমেই আমরা এ সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারি। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য হাদিস শিক্ষা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

২.২ দৈনন্দিন জীবনে হাদিসের গুরুত্ব

মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূল সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত হওয়া এবং ইসলাম সম্পর্কিত যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার জন্যই হাদিস অপরিহার্য। উম্মতে মুহাম্মদীর দৈনন্দিন চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সকল কাজেই হাদিসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সর্ববিষয়ে হাদিসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাক, ব্যবসায়-বাণিজ্য, বিচার-আচার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধি-চুক্তি, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্রিয়াকর্মের প্রত্যেকটি বিষয় সম্পাদনের জন্য হাদিসের প্রয়োজন। হাদিসকে অস্বীকার করার অর্থ হল ইসলামকেই অস্বীকার করা। কেননা আল্লাহ ঘোষণা করেন- "হে মানবজাতি! রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।" (সূরা হাশর-৫৯ : ৭)

তাই হাদিসের বিধানগত গুরুত্ব হচ্ছে- তা শরীআতের বিধান নির্ধারণ ও নীতিমালা প্রণয়ন করে।

২.৩ অনুসরণীয় আদর্শ

ইসলামি শরীআতের নিরিখে মহানবীর (স) আদেশ-নিষেধ, তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ড, কথা-বার্তা-তথা গোটা জীবনই উম্মাহর জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"আল্লাহ রাসূলের জীবনে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আহযাব ৩৩ : ২১)

রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যও তাই। মহান আল্লাহ বলেন–"রাসূলকে অনুসরণের জন্যই প্রেরণ করেছি।" (সূরা নিসা ৪ : ৬৪)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

"বলুন, অনুসরণ কর আল্লাহ ও রাসূলের।" (আলে ইমরান ৩ : ৩২)

সুতরাং রাসূলের আনুগত্যের জন্য তাঁর সামগ্রিক জীবন তথা হাদিসের প্রামাণ্য দলিল অনুসরণ করা ঈমানদার হওয়ার জন্য অপরিহার্য।

২.৪ কুরআন বুঝার জন্য হাদিসের গুরুত্ব

হাদিসের ব্যাখ্যা ব্যতীত মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সকল বিধি-বিধান সঠিক ও যথাযথভাবে বুঝা সম্ভব নয়। সুতরাং কুরআনের মর্ম সঠিকভাবে বুঝতে হলে নবী (স) যে ব্যাখ্যা করেছেন তা অবশ্যই জানতে হবে। কারণ রাসূলে করীম (স)-এর সমস্ত জীবনই কুরআনের ব্যাখ্যা। একবার হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-এর নিকট কিছু লোক এসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কী কুরআন পড় না? তাঁরা বললেন, হাঁ। তখন তিনি বললেন, কুরআনই তাঁর চরিত্র।"

অতএব হাদিস ছাড়া রাসূল (স) কে জানা, বুঝা ও অনুসরণের কোন উপায় নেই। সুতরাং রাসূলের অনুকরণ ও অনুসরণের জন্যও হাদিসের একান্ত প্রয়োজন।

২.৫ ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে হাদিসের গুরুত্ব

হাদিস ইসলামের ইতিহাসের প্রামাণ্য উৎস। হাদিস পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ দ্বারা ইতিহাস চর্চার পথ উন্মোচিত হয়েছে। হাদিস বর্ণনাকারী অগণিত ব্যক্তির জীবন, কর্মতৎপরতা ও চরিত্র উদঘাটন করতে গিয়ে বিপুলায়তন নতুন তথ্যের ভিত্তিতে ইসলামের ইতিহাস গড়ে ওঠেছে। হাদিসের মাধ্যমে সমকালীন আরবসহ সমগ্র বিশ্ব পরিস্থিতি ও জীবন যাত্রার তথ্য মিলে। এ ছাড়াও পৃথিবীর আদি ইতিহাসের অনেক নির্ভুল-সঠিক তথ্যও এর মাধ্যমে পাওয়া যায়।

২.৬ হাদিস জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস

হাদিস কেবল মহানবীর (স) জীবন ও উপদেশের সংকলনই নয়; বরং এটা তাঁর সকল কর্মতৎপরতার পূর্ণাঙ্গ দলিল। ধর্ম, যুদ্ধ, শান্তি, বৈদেশিক নীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধের নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি সবই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হিসেবে হাদিসের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা তুলে ধরে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র) লিখেন–

"ইলমে হাদিস সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনায় অধিক উন্নত, উত্তম এবং দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তি। হাদিস সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও তাঁর সাহাবিদের কথা, কাজ ও সমর্থন বিধৌত। বস্তুত হাদিস অন্ধকারে আলোক স্তম্ভ, যেন সর্বদিক উজ্জ্বলকারী পূর্ণ শশী। যে এর অনুসারী হবে, একে আয়ত্ত করবে, সে সুপথ প্রাপ্ত হবে; সে লাভ করবে বিপুলায়তন কল্যাণের ফলগুধারা।" (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা)

সারসংক্ষেপ

দৈনন্দিন জীবনে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ন্যায় মহানবী (স)-এর হাদিসেরও অপরিসীম গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ গুরুত্ব ও প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করে হাদিস শিক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, ইসলামি জীবনাদর্শ পালনে হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করবেন। হাদীস শুধু মহানবীর জীবন ও উপদেশের সংকলনই নয়; বরং এটা তার সকল কর্মতৎপরতার সকল কর্মতৎপরতার পূর্ণাঙ্গ দলিল। রাসূলূল্লাহর জীবনের সকল দিক ও বিভাগ এতে পরিপূর্ণরূপে চিত্রিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ইসলামি শরীআতের দ্বিতীয় উৎস কোনটি ?

(ক) হাদিস (খ) কুরআন

(গ) ইজমা (ঘ) কিয়াস

২। কার জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে ?

(ক) পিতা-মাতার (খ) রাসূল (স)-এর

(গ) শিক্ষকের (ঘ) বড় ভাইয়ের

৩। 'কুরআনই তাঁর চরিত্র' -তিনি কে ?

(ক) হযরত আবূ বকর (রা.) (খ) হযরত উমর (রা.)

(গ) হযরত মুহাম্মাদ (স) (ঘ) হযরত আয়েশা (রা.)

৪। হাদিসের ভাষা কার ?

(ক) আল্লাহর (খ) সাহাবির

(গ) তাবেয়ীর (ঘ) রাসূল (স)এর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

মানিক সাহেব নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করেন এবং অর্থ বুঝার চেষ্টা করেন। কিন্তু আনেক আয়াতের ব্যাখ্যা তার নিকট স্পষ্ট নয়। তাই- শরীআতের পূর্ণ অনুসরণ ধরা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

৫। জনাব মানিক মিয়ার সমস্যা সমাধানের উপায় কী ?

(ক) হাদীস অধ্যয়ন (খ) ফিকাহ অধ্যয়ন

(গ) ইসলামি সাহত্যি অধ্যয়ন (ঘ) আইন অধ্যয়ন

৬। হাদীস অধ্যয়ন করলে জনাব মানিক মিয়া -

i. শরীআতের পূর্ণঙ্গ ধারণা লাভ করতে পারবেন

ii. রাসূল (স) কে অনুসরণ করতে পারবেন iii. ইসলামে পূর্ণভাবে প্রবেশ করতে পারবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

কায়েস সাহেব সমাজের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি একজন দানশীলও বটে। নামায-রোযাও আদায় করেন। কুরআন মাজীদকেই তিনি ইসলামের উৎস মনে করেন। কিন্তু হাদিসের ব্যাপারে তার জ্ঞান কম।

ক. হাদিস কী ? ১

খ. لا اله الا الله محمد رسول الله -এর ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. সিহাহ সিত্তাহ হাদিস গ্রন্থ গুলো কি কি ? ৩

ঘ. অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে হাদিসের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ

পাঠ-৩: হাদিস সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- হাদিস সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- হাদিস সংকলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	হাদিস সংগ্রহ, হাদিস সংকলন, ইসলামি হুকুমাত, মুহাদ্দিস, ইন্তিকাল।

৩.১ হাদিস সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবদ্দশায় হাদিস পুস্তকাকারে সংকলিত হয়নি। এর প্রয়োজনও ছিল না। কেননা, তখন উদ্ভূত যে কোন সমস্যার তিনিই সরাসরি সমাধান দিতেন। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর নব উদ্ভূত পরিস্থিতি সমাধানের জন্য হাদিস সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ঐতিহাসিক ও বাস্তবতার নিরিখে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবীর (স) ইন্তিকালের পর পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। মরু আরবের চৌহদ্দি পেরিয়ে তা সাম্য ও শান্তি জ্যোতির বিচ্ছূরণ ঘটায় দেশ হতে দেশান্তরে, এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে। দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামি শাসন। এ শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে গিয়ে হাদিসের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। নানা সমস্যা ও সংকট উত্তরণের জন্যও হাদিসের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে উঠে।

মহানবীর (স) ইন্তিকালের পর ইসলামের সম্প্রসারণের সাথে সাথে তাঁর সাহাবিগণ বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন ও বসতি স্থাপন করেন। ফলে এক এলাকায় বসবাসরতদের স্মৃতিতে রক্ষিত হাদিস সম্পর্কে অন্য অঞ্চলে বসবাকারীরদের অবহিত হওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। কাজেই সকল হাদিস সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের সব জায়গার লোকদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

ইসলামি হুকুমাত সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও বিচার সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআনের পরই হাদিসের নির্দেশাবলীর প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে দেখা দেয়।

মহানবীর (স) অবর্তমানে কুরআনের কোন কোন আয়াতের ব্যাখ্যা অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া সাহাবিদের শাহাদাতবরণ ও তিরোধানে হাদিস অবলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দেয়। অধিকন্তু এভাবে স্মৃতিপটে হাদিস রক্ষিত হয়ে থাকলে সেগুলোর বিলুপ্তি এবং বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। সুতরাং হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

উপরিউক্ত পরিস্থিতি বিবেচনায় খ্যাতনামা রাবী ও মুহাদ্দিসগণ হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের নিরলস প্রয়াস চালান এবং চিরদিনের জন্য হাদিস সংকলনের ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৩.২ হাদিস সংকলনের উদ্যোগ

সাহাবায়ে কিরামের যুগের শেষের দিকে- খারেজি, রাফেজি, মুতাযিলা ও বিদআতি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হলে তারা অনেকেই মহানবী (স) এর হাদিসে পরিবর্তন এনে হাদিস বর্ণনা শুরু করে। এহেন যুগ সন্ধিক্ষণে হাদিসের সত্যাসত্য নির্বাচন একান্ত জরুরি হয়ে পড়ে। এ সময়ও বেশ কিছু সাহাবি জীবিত ছিলেন। তাঁদের থেকেই সঠিক হাদিস সংগ্রহ শুরু হয়।

প্রথম হাদিস সংকলনকারী কে? সর্বপ্রথম হাদিসশাস্ত্র সংকলন করার মহৎ কাজে কে ব্রতী হয়েছেন, তা নির্দিষ্ট করে বলা দুঃসাধ্য। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ উপস্থাপন করে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) সর্বপ্রথম হাদিস লিখে রাখার ব্যাপারে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে কাজ শুরু করেন। এ সময় অনেক সাহাবিই হাদিস সংকলনে নিজ নিজ শক্তি ব্যয় করেন। তাঁদের প্রচেষ্টার এ গতি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের সময়কাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অতঃপর তিনি মদীনার কাজী আমর ইবনে হাজমকে হাদিস সংকলনের নির্দেশ প্রদান করেন।
- এ ছাড়াও সাধারণ রাষ্ট্রসমূহে তিনি মুহাদ্দিস, উলামায়ে কিরামসহ সকল সুধী মহলে সঠিক হাদিস সংকলনের নির্দেশ দেন। এ সময় থেকেই প্রধানত রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদিস লিখন শুরু হয়। এদিক থেকে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযকে প্রথম সংকলনকারী না বললেও প্রথম বাস্তব নির্দেশ প্রদানকারী ও হাদিস সংকলনে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণকারী বলা যায়। আর ইবনে শিহাব যুহরীই হলেন হাদিস সংকলনের প্রথম রূপকার।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের ইন্তিকালের পরে হাদিস সংকলনের কাজ আরো বেগবান হয়।

ইমাম মালিক (র) সংকলন করেন 'মুয়াত্তা'। তাছাড়া, আবু আমর (সিরিয়ায়), আওযাঈ (সিরিয়ায়), সুফিয়ান সাওরী (কুফায়), আবু সালামা (বসরায়) হাদিস সংকলন করেন।

হাদিস সংকলনের এ কাজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরি শতাব্দীতে এসে পরিপূর্ণতা লাভ করে। সংকলিত হয় মহানবীর হাদিসের বিশাল বিশাল সংকলন।

সারসংক্ষেপ

মানবজীবনে ইসলামি বিধিবিধান অনুসরণে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীতা দেখা দেয়। মহানবী (স) এর জীবদ্দশায় ও সাহাবায়ে কিরামের যুগে তাঁর সকল হাদিস ছিল লেখকদের মুখে মুখে এবং আমলি যিন্দেগিতে। কালক্রমে বাস্তবতার নিরিখে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলন করা হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। মহানবী (স)-এর সময় হাদিস-

(ক) পুস্তিকাকারে সংকলিত হয় (খ) পুস্তিকাকারে সংকলিত হয়নি
(গ) মুখে মুখে ছিল (ঘ) লিখিত হয়েছিল

২। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পর ইসলাম হয়ে উঠে-

(ক) দিগন্ত বিস্তারী (খ) সীমিত এলাকায়
(গ) শুধু এশিয়ায় (ঘ) শুধু মদিনায়

৩। হাদিস সংগ্রহের প্রথম রূপকার হলেন-

(ক) হযরত আবূ বকর (রা.) (খ) হযরত উমর (রা.)
(গ) হযরত ইবনে শিহাব যুহুরী (ঘ) হযরত আলী (রা.)

৪। মুয়াত্তা গ্রন্থটি কে রচনা করেন ?

(ক) ইমাম শাফিঈ (র) (খ) ইমাম মালিক (র)
(গ) ইমাম আবু হানিফা (র) (ঘ) ইমাম মুহাম্মদ (র)

৫। হাদিস সংকলনে কখন পরিপূর্ণতা আসে ?

(ক) হিজরি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দিতে (খ) হিজরি প্রথম শতাব্দীতে
(গ) হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দিতে (ঘ) হিজরি তৃতীয় শতাব্দিতে

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

জনাব আশিকে এলাহী একজন ধার্মিক ব্যক্তি। খাবারের টেবিলে প্রায়ই তিনি তার ছেলেমেয়েদের উদ্দেশে বলেন, আল্লাহ এক। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রেরিত বান্দা ও রাসূল। মানবজাতির জন্য তিনি যা বলেছেন ও যা করেছেন সব কিছুই হাদিছ। হাদিছ ইসলামী জীবন বিধানের দ্বিতীয় উৎস। তাই সর্বদা আল্লাহর ও রাসূলের দেওয়া সকল আদেশ নিষেধ ঠিকমত মেনে চলবে। অপরদিকে কায়েস সাহেব সমাজের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি একজন দানশীলও বটে। কিন্তু হাদিসের প্রামাণিকতা নিয়ে তিনি সন্দিহান । তিনি মনে করেন, মৃত্যুই জীবনের পরিসমাপ্তি। ইসলামের অন্যান্য বিষয়েও তিনি উদাসীন।

ক. প্রথম হাদিস সংকলনকারী কে ? ১
খ. কখন হাদিস গ্রন্থ সংকলন শুরু হয় ? ২
গ. সাহাবায়ে কিরামের যুগের শেষ দিকে কোন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় ? ৩
ঘ. হাদিস সংকলনের পটভূমি বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। খ ৫। ক

পাঠ-৪: হাদিস সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- হাদিস সংরক্ষণের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন;
- হাদিস সংরক্ষণের উপায় বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন যুগে হাদিস সংরক্ষণের পদ্ধতি বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন যুগে হাদিস সংরক্ষণের ইতিবৃত্ত তুলে ধরতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বিশ্বমানব, হিফাযতকারী, তাবিঈন, তাবি তাবিঈন, মুসলিম উম্মাহ, জারাহ-তা'দীল, তান্‌কীদ।

৪.১ হাদিস সংরক্ষণ

ইসলাম বিশ্বমানবের জন্য এক চিরন্তন জীবনব্যবস্থা। এর প্রধান ভিত্তি কুরআন মাজীদ, যার হিফাযতকারী স্বয়ং আল্লাহ। ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি মহানবীর (স) হাদিসকেও তাঁর সাহাবীগণ, তাবিঈন ও তাবি-তাবিঈন এবং পরবর্তী উম্মতগণ হিফাযত করে রেখেছেন।

৪.২ হাদিস সংরক্ষণের উপায়

মুসলিম উম্মাহ হাদিস হিফাযতের জন্য প্রধানত চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন :

১. মুখস্থকরণ; ২. লিখন; ৩. শিক্ষাদান ও ৪. আমল বা জীবনে বাস্তবায়ন।

৪.৩ বিভিন্ন যুগে হাদিস সংরক্ষণ

হাদিস সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সংকলনের ক্রমবিকাশের চারটি যুগ রয়েছে:

প্রথম যুগ: রাসূলের (স) নবুওয়াত প্রাপ্তি থেকে হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত।

এ যুগে হাদিসের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচারের কাজ চলছিল বিশেষভাবে চারটি উপায়ে–

(ক) মুখস্থকরণ (মৌখিকভাবে);

(খ) শিক্ষাদান;

(গ) বাস্তব আমল

(ঘ) লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে। তবে এ সময়ও বিচ্ছিন্নভাবে হাদিসের বহু লিখিত সম্পদ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় যুগ : হিজরি ১০০-২০০ পর্যন্ত ১০০ বছর। **এ যুগ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম হতে তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত।**

এটা তাবিঈন ও তাবি-তাবিঈন-এর যুগ। এ যুগেও হাদিস মুখস্থকরণ, ব্যাপক চর্চা ও সংকলনের বিকাশ শুরু হয় এবং হাদিস শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ও সংরক্ষণের সর্বোত্তম ধারাটি ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। হাদিস লিখনের ব্যাপারে উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) এক সরকারি ফরমান জারি করেন। এ ফরমানের ফলে হাদিস সংগ্রহ-সংকলনের যে প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিল তা অদ্যাবধি অব্যাহ রয়েছে।

এ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই হাদিসের অসংখ্য সংকলন তৈরি হয়ে সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে হাদিসের ব্যাপক চর্চা অনুশীলন ও শিক্ষা দান চলছিল। এ সময়ে অসংখ্য হাফিয-ই-হাদিস জীবিত ছিলেন। তবে এ যুগের তিনজন বিশিষ্ট হাদিসের ইমাম ও তাঁদের সংকলিত হাদিসগ্রন্থ বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিল–

১. ইমাম মালিক (র) ও তাঁর মুআত্তা গ্রন্থ; ২. ইমাম শাফিঈ (র) ও তাঁর কিতাবুল মুসনাদ এবং

৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) ও তাঁর মুসনাদ।

তাছাড়াও ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মালিকের ছাত্রগণ হাদিসের বিপুল জ্ঞানসম্ভার বক্ষে ধারণ করে সমগ্র মুসলিম জাহানের কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। আর এর প্রচার ও শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

তৃতীয় যুগ : হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে হাদিস চর্চা

হাদিস চর্চার স্বর্ণযুগ : হাদিস সংগ্রহ সংকলন ও সংরক্ষণের পরিপূর্ণতার যুগ। এ যুগে এমন সকল হাফিয-ই-হাদিসের জন্ম হয়, যাঁদের নজীর নেই এ যুগে হাদিস একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর এক একটি শাখা এবং বিভাগ সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয়।

এ শতাব্দীর মুহাদ্দিস ও হাদিস বর্ণনাকারীগণ হাদিসের অনুসন্ধানে জলে-স্থলে পরিভ্রমণ করেন। মুসলিম জাহানের প্রতিটি কেন্দ্রে এবং প্রতিটি অঞ্চলে হাদিসের খোঁজে তন্ন তন্ন করে বেড়িয়েছেন।

পূর্ণ সনদসম্পন্ন হাদিসসমূহ স্বতন্ত্রভাবে বিন্যাস করেন। সনদ ও বর্ণনা সূত্রের ধারাবাহিকতা এবং এর বিশুদ্ধতার ওপর পূর্ণ মাত্রায় গুরুত্বারোপ করেন। এ প্রয়োজনে আসমাউর রিজাল বা (চরিত বিজ্ঞান) সংকলিত ও বিরচিত হয়। ফলে হাদিস যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের সূক্ষ্ম তত্ত্ব তথা علم الجرح والتعديل এবং تنقيد الحديث এক একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে গড়ে ওঠে। সিহাহ সিত্তাহও এ শতকেই সংকলিত হয়।

চতুর্থ যুগ : হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে হাদিস চর্চা

তারপর এলো চতুর্থ যুগ। এ যুগ ছিল হাদিসের বিন্যাস, অলংকরণ, সংক্ষেপণ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের যুগ। এ চতুর্থ শতকে ইলমে হাদিস পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। তৃতীয় শতকে ইলমে হাদিসের যে চর্চা ও উন্নয়ন সাধিত হয়, তা অতীত সকল কাজকে অতিক্রম করে। তৃতীয় শতকেই হাদিসের সনদকারীদের ইতিহাস, জীবন-চরিত পুঙ্খানু পুঙ্খভাবে যাচাই-বাছাই হয়, সর্বতোভাবে ইলমে হাদিস এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে ওঠে।

আর এ চতুর্থ শতকে পূর্বের শতকের কাজ-কর্মেরই ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। তবে হাদিস গ্রন্থ প্রণয়নে এ শতকে স্বতন্ত্রভাবে কিছু কাজও সম্পাদিত হয়েছে।

এভাবে হাদিস শাস্ত্র নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গভাবে সংকলিত ও সম্পাদিত হয়।

সারসংক্ষেপ

ইসলামি জীবনব্যস্থার দ্বিতীয় উৎস হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলনে অবলম্বিত হয়েছে অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি ও উপায়। মহানবী (স) -এর যুগ থেকে সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন ও তাবি তাবিঈনের যুগে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিকভাবে হাদিস সংকলিত ও গ্রন্থিত হয়ে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলন বিষয়ে একটি রচনা লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। হাদিস হিফাযতের পদ্ধতি কয়টি ?

(ক) ৪টি (খ) ৬টি

(গ) ৮টি (ঘ) ১০টি

২। হাদিস সংকলনের যুগ কয় ভাগে বিভক্ত ?

(ক) ২ ভাগে (খ) ৩ ভাগে
(গ) ৮টি (ঘ) ১০টি

৩। হাদিস সংকলনের প্রথম যুগের ব্যাপ্তিকাল কত ?
(ক) ৯৯ বছর (খ) ১০০ বছর
(গ) ১১২ বছর (ঘ) ১২০ বছর

৪। হাদিস সংকলনের দ্বিতীয় যুগের ব্যাপ্তিকাল কত ?
(ক) ৮০ বছর (খ) ১০০ বছর
(গ) ১১২ বছর (ঘ) ১২০ বছর

৫। হাদিস চর্চার স্বর্ণযুগ কোনটি ?
(ক) তৃতীয় যুগ (খ) চতুর্থ যুগ
(গ) পঞ্চম যুগ (ঘ) ষষ্ঠ যুগ

৬। কোন যুগে ইলমে হাদিস পরিপূর্ণতা লাভ করে ?
(ক) ১ম যুগে (খ) ২য় যুগে
(গ) ৩য় যুগে (ঘ) ৪র্থ যুগে

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

হাদিস সংরক্ষণ, সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধ করণের ইতিহাস বুঝাতে গিয়ে উদাহরণ স্বরূপ শাকির স্যার বলেন- যেভাবে কবি কাজী নজরুল ইসলামের গান-কবিতা ও সাহিত্য ও কর্ম সংগ্রহ ও সংকলনের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, প্রতিষ্ঠা করা হয় নজরুল একাডেমি ও নজরুল ইনস্টিটিউট এবং নজরুল গবেষণা কেন্দ্র- হাদিস শাস্ত্রও রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি উদ্যোগে প্রথম যুগ থেকে হিজরি তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত হাদিস মুখস্থ, সংগ্রহ, একত্রকরণ, সংকলন, সঠিকতা যাচাই-বাছাই করণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বর্তমান যুগ পর্যন্ত এমন কি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তা সংরক্ষিত আছে।

ক. হাদিস সংগ্রহের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন কোন খলিফা ? ১
খ. কোন সময় থেকে হাদিস সংগ্রহ করা হয়েছে ? ২
গ. হিজরি ১ম শতাব্দীতে হাদিস সংগ্রহের কাজের বিবরণ দিন। ৩
ঘ. হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে হাদিস সংকলনের জন্য কী কী কাজ হয়েছিলো ? ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। খ ৫। ক ৬।

পাঠ-৫: কুরআন ও হাদিসের মধ্যে পার্থক্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- কুরআন ও হাদিসের পার্থক্য বলতে পারবেন;
- কুরআন ও হাদিসে কুদসীর পার্থক্য বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইসলামি জীবনবিধান, মুতাওয়াতির, অকাট্য দলিল, পরোক্ষ ওহী, মু'জিযা, ইল্‌হাম।

৫.১ কুরআন ও হাদিসের পার্থক্য

কুরআন ও হাদিস ইসলামি জীবন বিধানের উৎস। কুরআন মাজীদ ইসলামি শরীআতের প্রথম ও প্রধান উৎস এবং হাদিস দ্বিতীয় উৎস। ইসলামের যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান এ দুটোকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এ দুটো একই উৎস থেকে উৎসারিত। তবে কুরআন মাজীদ স্বয়ং আল্লাহ পাকের ভাব-ভাষা মর্ম সম্বলিত আর হাদিস আল্লাহর পরোক্ষ ইঙ্গিত যা রাসূলের ভাষায় প্রকাশিত। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ:

কুরআন :

১. কুরআন মাজীদ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ ওহী।
২. কুরআন হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে।
৩. কুরআনের শব্দাবলি ও ভাষা উভয়ই আল্লাহর নিজের।
৪. কুরআনকে বলা হয় "ওহীয়ে মাতলু।
৫. নামাযে কুরআন পাঠ করা ফরয।
৬. কুরআনের সবকিছুই মুতাওয়াতির বা সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত।
৭. কুরআন শরীআতের অকাট্য দলিল।
৮. কুরআনে রাসূলের কোন কিছুই সংযোজন কিংবা বিয়োজনও নেই।
৯. কুরআনের যে কোন বিষয় অস্বীকার করলে কাফির হয়।
১০.অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ।
১১. কুরআন রাসূলের এক চিরন্তন মুজিযা।
১২. কুরআন ইসলামি শরীআতের প্রধান ভিত্তি।

হাদিস : হাদিস আল্লাহর পক্ষ থেকে পরোক্ষ ওহী।

২. হাদিস অপ্রকাশ্য ওহী এবং মহানবী (স)-এর বাণী।
৩. হাদিসের শব্দাবলি রাসূলের নিজস্ব।
৪. হাদিসকে বলা হয় "ওহীয়ে গায়রে মাতলু" বা অপঠিতব্য প্রত্যাদেশ।
৫. নামাযে হাদিস পাঠ করা যায় না।
৬. হাদিস একক ব্যক্তির থেকেও বর্ণিত হয়েছে।
৭. হাদিস কুরআনের মত ততটা অকাট্য দলিল নয়।
৮. বিনা উযুতে হাদিস স্পর্শ করা যায়।
৯. হাদিস মুজিযা নয়।
১০. হাদিস ইসলামি শরীআতের দ্বিতীয় ভিত্তি।

শরীআতের দৃষ্টিতে কুরআন ও হাদিসের পার্থক্য সুস্পষ্ট। মর্যাদা ও মূল্যমানের দিক থেকে আল-কুরআন প্রথম এবং হাদিসের স্থান দ্বিতীয় ।

৫.২ কুরআন ও হাদিসে কুদ্‌সি

মোল্লা আলী কারী হাদিসে কুদ্‌সির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন- হাদিসে কুদসি সেসব হাদিসকে বলা হয়, যার বর্ণনাধারা পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল, এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। হযরত মুহাম্মদ (স) কখনও জিবরাঈলের মাধ্যমে জেনে আবার কখনো সরাসরি ওহী কিংবা ইলহাম বা স্বপ্নযোগে জেনে নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন।"

আল্লামা আবুল বাকা বলেন-" কুরআনের শব্দ, ভাষা, অর্থ, ভাব ও কথা সবই আল্লাহর নিকট হতে সুস্পষ্ট ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত। আর হাদিসে কুদ্‌সির শব্দ ও ভাষা রাসূলের (স) নিজস্ব; কিন্তু এর ভাব ও কথা আল্লাহর নিকট হতে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত।"

অন্যান্য হাদিসের চেয়ে হাদিসে কুদসীর গুরুত্ব বেশি। আল-কুরআন ও হাদিসে কুদসীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। যেমন-

আল-কুরআন

১. আল-কুরআন মহান মহান আল্লাহর বাণী এবং তা 'লাওহে মাহ্‌ফূয' হতে নাযিল হয়েছে।
২. কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া নামায সহীহ হয় না।

হাদিসে কুদ্‌সি

১. হাদিসে কুদ্‌সির মূল বক্তব্য আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত, কিন্তু ভাষা রাসূল (স) এর।
২. কুরআনের পরিবর্তে হাদসিে কুদসি নামাযে পাঠ করলে নামায হয় না।
৩. হাদিসে কুদ্‌সি মু'জিযা নয়।

সারসংক্ষেপ

আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী, জিব্রাইল (আ) এর মাধ্যমে সরাসরি ওহী যোগে হযরত মুহাম্মাদ (স) -এর প্রতি নাযিল হয়। আর হাদিস রাসূলের (স) কথা, কাজ ও অনুমোদিত কথা-কাজের বিবরণ। হাদিস রাসূলুল্লাহর বাণী। আর কুরআন স্বয়ং আল্লাহর বাণী।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, হাদিস ও কুরআনের পার্থক্যের একটি ছক এঁকে টিউটরকে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কোনটি আল্লাহর প্রত্যক্ষ কথা ?
(ক) কুরআন (খ) হাদিস
(গ) তাওরাত (ঘ) যাবুর

২। কোনটি আল্লাহর পরোক্ষ ইঙ্গিত ?
(ক) কুরআন (খ) হাদিস
(গ) তাওরাত (ঘ) যবুর

৩। কুরআনকে বলা হয় -

(ক) ওহী গায়রে মাতলু (খ) ওহী জলী

(গ) ওহী মাতলু (ঘ) ওহী খফী

৪। হাদিসকে বলা হয় -

(ক) ওহী গায়রে মাতলু (খ) ওহী জলী

(গ) ওহী মাতলু (ঘ) ওহী খফী

৫। হাদিসের শব্দাবলী কার পক্ষ থেকে এসেছে ?

(ক) রাসূলের নিজস্ব (খ) আল্লাহর নিজস্ব

(গ) আল্লাহ ও রাসূল উভয়ের (ঘ) কিছু আল্লাহর কিছু রাসূলের

৬। কুরআন কী ধরনের গ্রন্থ ?

(ক) কুরআন কেবল ধর্মীয় গ্রন্থ (খ) কুরআন কেবল তিলাওয়াতের গ্রন্থ

(গ) কুরআন কেবল সম্মান প্রদর্শনের গ্রন্থ (ঘ) কুরআন শরী'আতের অকাট্য দলিল গ্রন্থ

সৃজনশীল পশ্ন

উদ্দীপক,

চিত্র-১ আল-কুরআন

চিত্র-২ হাদিস গ্রন্থ

ক. ওহীয়ে মাতলু কী ? ১

খ. হাদিস ও কুরআনের মধ্যে দুটি পার্থক্য লিখুন ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র দুটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন ? ৩

ঘ. সামাজিক সমস্যা সমাধানে চিত্র : ১-এ উল্লিখিত গ্রন্থের ভূমিকা আলোচনা করো।

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। ক ৬। ঘ

পাঠ-৬: আদর্শ জীবন গঠনে হাদিসের শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- আদর্শ জীবন গঠনে হাদিসের শিক্ষা উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	রাসূল, বাণী, সালাত, মহানবী, প্রবৃত্তি, ইজতিহাদ, মিল্লাত।

৬.১ আদর্শ জীবন গঠনে হাদিসের শিক্ষা

হাদিস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ। ইসলামি শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস। হাদিসকে বাদ দিয়ে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা কল্পনা করা যায় না। ইসলামের দৃষ্টিতে রাসূলের আদেশ-নিষেধ, তাঁর যাবতীয় কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা এককথায় তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী ও কর্মময় জীবন ইসলামি শরী'আতের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। হযরত মুহাম্মাদ (স) প্রেরণের উদ্দেশেই ছিল, তাঁকে মানুষ সকল কাজে ও ব্যাপারে অনুসরণ করে চলবে, তাঁর বাস্তব জীবনধারাকে অনুসরণ করবে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

"আমি রাসূল পাঠিয়েছি এই জন্যে যে, আল্লাহর অনুমিক্রমে তাঁকে অনুসরণ করা হবে।" (সূরা নিসা-৪ : ৬৪)

রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করে চলার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

"হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।" (সূরা আনফাল-৮ : ২০)

রাসূলের অনুগত্য করা বলতে রাসূলের আদেশ নিষেধ ও অনুসৃত রীতি-নীতি মেনে চলা। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ আল-কুরআনে আছে। রাসূলের আদেশ নিষেধ ও তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী- তাঁর হাদিসে বিদ্যমান রয়েছে।

আমরা জানি, আল-কুরআনে জীবন বিধানের মুলনীতি সংক্ষেপে বলা হয়েছে। আর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) সেই হুকুম-আহকামের ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি দেখিয়েছেন যা হাদিসে বর্ণিত রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ তা'আলা নামায আদায় করা ফরয করে দিয়েছেন, কিন্তু এর পদ্ধতি আল-কুরআনে উল্লেখ নেই।

হযরত জীবরাঈল (আ) মহানবী (স) এর কাছে এসে নামযের ওয়াক্ত ও পদ্ধতি জানিয়ে দিয়েছেন। মহানবী (স) সাহাবা কিরাম (রা) কে শিখিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন- "তোমরা সালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখ।"

রাসূলের (স) রেখে যাওয়া মহান হাদিস বাদ দিলে ইসলামি শরীআতের ওপর আমল করা সম্ভব হবে না। মহান আল্লাহ মানুষের ওপর রাসূলের অনুসরণ আবশ্যক করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"রাসূল তোমাদের যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো আর যা নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা হাশর- ৫৯ : ৭)

রাসূল (স) এর নিঃসৃত বাণী যা আহাদীসুল আহকাম হিসেবে পরিচিত -এরূপ হাদিসের সংখ্যা হচ্ছে ৩০০০। এই তিনহাজার বিধান হাদিসগ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। এই বিপুল সংখ্যক বিধান সম্বলিত হাদিস-ই প্রমাণ করে যে হাদিসের গুরুত্ব কতটুকু ?

রাসূল (স) নিজের খেয়ার খুশী মতো কোন কথা বলেন না। তিনি যা বলেন তা তাঁর ওপর ওহী নাযিল হওয়ার পরই বলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

"তিনি মনগড়া কথা বলেন না, এ তো ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" (সূরা নাজম-৫৩ : ৩)

রাসূলের হাদীসও পরোক্ষভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী। আল-কুরআন যেমন সরাসরি ওহী হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে; আল-হাদিস সরাসরি ওহী না হলেও পরোক্ষ ওহী। সুতরাং আল-কুরআনকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, আল-হাদিসকে তেমনি অস্বীকার করা যায় না। আল-কুরআনের বিধানাবলির ওপর আমল যেমন ফরয, আল-হাদিসের বিধানাবলীর ওপর আমল করাও জরুরি। কেননা আল্লাহ তা'আলা মহানবী (স) কে আইন প্রণেতা, ব্যাখ্যাদাতা ও রূপকার হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) যথাযথভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে আল্লাহর বিধান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। ইসলাম জানতে-বুঝতে ও ইসলামি জীবন ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে রাসূলের হাদিস বা আদর্শের কোন বিকল্প নাই। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। অন্ধকার সমাজে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে সমাজ থেকে দুঃখ-দুর্দশা বিদায় করে দিয়েছেন। সমাজকে সকল প্রকার কলুষমুক্ত রাখার জন্য আইন বিধান- দিয়েছেন যা মহান হাদিস হিসেবে পরিচিত। বর্তমান সমাজকে অন্যায়, অবিচার, ও নির্যাতন থেকে মুক্ত রাখার জন্য রাসূল (স) এর হাদিস জীবনে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন একান্ত অপহার্য। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) কুরআন মাজিদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আয়াতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। হাদিস গ্রন্থসমূহের তাফসীর অধ্যায়সমূহই তার প্রমাণ। যে সব আয়াতের সঠিক অর্থ সাহবায়ে কিরাম (রা) বুঝতে পারতে না তা নিয়ে তারা চিন্তিত হয়ে পড়তেন। রাসূল (স) সে সব আয়াতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে সাহাবীদের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা দূর করেছেন। যেমন আল্লহ তা'আলা বলেন-

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে কোন প্রকার জুলমের সাথে মিশ্রিত করে নাই"

এ আয়াত যখন নাযিল হলো তখন এটা সাহাবীদের মাঝে গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়ায়। তারা এ আয়াতের সঠিক তাৎপর্য জানার জন্য রাসূল (স) এর নিকট জিজ্ঞেস করেন:

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ

"হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদের মাঝে এমন কে আছে যে, তার ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি ? (সহীহ বুখারী)

তাঁদের এ প্রশ্ন শুনে রাসূল (স) বুঝতে পারলেন যে, সাহাবী কিরামের নিকট এই আয়াতটি অত্যন্ত দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। তখন তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা যেরূপ ধারণা করেছে, আয়াতের অর্থ তা নয়। এখানে যুলুম অর্থ শিরক।

তোমরা কি শোন নাই, লোকমান তার পুত্রকে বলেছেন- "হে প্রিয় পুত্র ! আল্লাহর সাথে শিরক করিও না, নিশ্চয় শিরক এক বিরাট যুলুম" (সূরা লোকমান-৩১ : ১৩)

রাসূল (স) এর নিকট আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা জানতে পেরে সাহাবীগণ প্রশান্তি লাভ করলেন। এ কারণে আল-কুরআনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা জানার জন্য বিশ্ব মুসলিম রাসূলের হাদিসের মুখাপেক্ষী। রাসূলের (স) ব্যাখ্যা ব্যাতীত আল-কুরআনের সঠিক তাৎপর্য জানার জন্য নির্ভরযোগ্য কোন উপায় সূত্র নেই।

ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতি বিশ্বাসীদের জন্য হালাল-হারাম নির্ধারণের দায়িত্ব রাসূলের ওপর অর্পিত হয়েছে। রাসূল (স) এই কাজ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আঞ্জাম দিয়েছেন। আল-কুরআনে বলা হয়েছে- "তিনি তাদের জন্য পবিত্র জিনিস সমূহ হালাল করেন, তাদের জন্য অপবিত্র ও নিকৃষ্ট জিনিস হারাম করেন।" (সূরা আরাফ-৭ : ১৫৭)

সারসংক্ষেপ

রাসূলের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, উপদেশ এবং তাঁর ঘোষিত হালাল হারামের বিধান মেনে চলা সকল মুসলিমের কর্তব্য। তাঁর এই সকল কাজের বিস্তারিত রেকর্ড হাদিসের মাঝে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রতিটি মুসলিমের জীবনে হাদিস অধ্যয়ন, অনুশীলন এবং বাস্তবায়ন অপরিহার্য। হাদিস ব্যতীত ইসলামি শরী'আতের ওপর চলা ও অবিচল থাকা সম্ভব নয়। তাছাড়া আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগী করাও সম্ভব নয়। তাই আদর্শ জীবন-যাপন করতে হলে রাসূলের হাদিস অনুসরণ অপরিহার্য।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	'মানব জীবনে হাদিসের অনুসরণ অপরিহার্য' শিক্ষার্থীগণ উপরোক্ত বিষয়ে পরস্পর আলোচনা করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. আল-হাদিস ইসলামি শরীআতের

(ক) প্রথম উৎস (খ) দ্বিতীয় উৎস
(গ) সাধারণ উৎস (ঘ) তৃতীয় উৎস

২. "রাসূল (স) এর অনুসরন কর"-এটি কার নির্দেশ ?

(ক) আল্লাহর (খ) জিবরাঈল (আ.) -এর
(গ) সাহাবীদের (রা.) (ঘ) সকল উত্তরই সঠিক

৩. বিধান সংক্রান্ত বিষয়ে রাসূলের হাদিস সংখ্যা কত ?

(ক) ২০০০ (খ) ৫০০০
(গ) ৩০০০ (ঘ) ৪০০০

৪. "প্রবৃত্তির তাড়নায় তিনি কিছু বলেন না" -এটি কার বাণী ?

(ক) আল্লাহর (খ) মহানবী (স) -এর
(গ) ইমাম আবু হানিফা (রহ) -এর (ঘ) হযরত আবু বকর (রা.) -এর

৫. রাসূল (স) এর হাদিস হলো

(ক) প্রত্যক্ষ ওহী (খ) পরোক্ষ ওহী
(গ) ওহী নয় (ঘ) সকল উত্তরই সঠিক

ইমাম সাহেব জুমার খুতবায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন আমরা মুসলমান। রাসূলের (স.) জীবন চরিতই আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। রসূল মুহাম্মদ (স.) ছিলেন বিশ্বমানবতার নিকট সবচেয়ে সমাদৃত। 'আমাদের উচিত রসূলের জীবনাদর্শ অনুসরণ করা।

৬। উদ্দীপকে কার আদর্শ অনুসরণ করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ?

(ক) হযরত মুহাম্মাদ (স) (খ) হযরত আদম (আ)
(গ) হযরত মুসা (আ) (ঘ) হযরত ঈসা (আ)

৭। মহানবীর জীবনাদর্শ গ্রহণ করার ফলে -

i. আল্লাহ তা'আলার অনুসরণ করা হবে ii. কুরআনের অনুসরণ করা হবে
iii. ভালো কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হবে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

মতিন সাহেব নিজকে একজন আধুনিক মুসলমান হিসেবে দাবি করেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় না করলেও জুমুআর সালাত, ঈদের সালাত ও শবে বরাতের সালাত আদায় করেন। তিনি আল-কুরআনকে আল্লাহর তা'আলার পবিত্র বাণী হিসেবে বিশ্বাস করেন। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করেন। যে কোন বিষয়ে তিনি কুরআন থেকে দলিল পেশ করার চেষ্টা করেন। হাদিস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান কম। মহানবীর (স.) জীবন চরিত ও তিনি অধ্যয়ন করেন নি। অপর দিকে তাঁর বন্ধু মামুন সাহেব একজন ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি কুরআন ও হাদিসের অনুসরণ করে চলেন। রাসূল (স) এর প্রতিটি কথা, কাজ ও সমর্থনকে তিনি গুরুত্ব দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেন। রাসূলের (স) হাদিসের পরিপন্থী কোন কাজ তিনি করেন না। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, রাসূল (স) এর হাদিসকে উপেক্ষা করে ইসলামি শরীআতের

ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা কোন মতেই সম্ভব নয়। তাই একদিন তিনি তার বন্ধু আবদুল মতিন সাহেবকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, আল্লাহর বিধান মানতে হলে রাসূল (স) এর অনুসরণ করতে হবে। আর হাদিস ব্যতীত রাসূল (স) এর অনুসরণ সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেন যে, 'আদর্শ জীবন গঠনে হাদিসের অনুসরণ অপরিহার্য কোন মতেই হাদিসকে বাদ দেওয়া যাবে না।'

ক. হাদিস বলতে কী বুঝেন ? ১
খ. হাদিস কত প্রকার ও কি কি ? ২
গ. কুরআন-হাদিসের আলোকে মতিন সাহেব কি সঠিকভাবে কর্ম পালন করেছেন ? আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। ৩
ঘ. মামুন সাহেবের বিশ্বাস অনুযায়ী হাদিসের গুরুত্ব আলোচনা করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ক ৫। খ ৬। ক ৭। ঘ

পাঠ -৭ : হাদিসের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সংজ্ঞা হিসেবে হাদিসের প্রকারভেদ বলতে পারবেন;
- সনদ হিসেবে হাদিসের প্রকারভেদ বলতে পারবেন;
- বর্ণনাকারীর সংজ্ঞা হিসেবে হাদিসের প্রকারভেদ বলতে পারবেন;
- রাবীর বিশুদ্ধতা হিসেবে হাদিসের প্রকারভেদ বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মুহাদ্দিস, সনদ, রাবী, কাওলি, ফি'লি, তাক্‌রিরি।

৭.১ সংজ্ঞা হিসেবে হাদিস ৪ প্রকার

রাসূলুল্লাহ (স) যে সব বক্তব্য দিয়েছেন তাঁর দ্বারা যে সব কর্ম সম্পাদিত হয়েছে এবং তিনি সাহাবাগণের যেসব কথা, কাজ অনুমোদন করেছেন সবই হাদিস। আর রাসূলের (স) হাদিস সবই সহীহ, কিন্তু সনদ ও বর্ণনাকারীদের সংখ্যা, গুণাগুণ ও বর্ণনার ধারাবাহিকতা ইত্যাদির বিবেচনায় মুহাদ্দিসগণ হাদিসকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এ শ্রেণীবিভাগের ফলে হাদিসের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়েছে; হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা স্পষ্ট হয়েছে। উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে মুহাদ্দিসগণ হাদিসকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

১. কাওলি হাদিস

মহানবী (স)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণীকে কাওলি হাদিস বা বক্তব্যমূলক হাদিস বলা হয়। যেমন-'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ'।

২. ফি'লি হাদিস

মহানবী (স) স্বয়ং যে সকল কর্মকাণ্ড করেছেন এবং কোন সাহাবি তা বর্ণনা করেছেন, তাকে 'ফি'লি হাদিস' বা কর্মমূলক হাদিস বলা হয়। যথা : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَذَا- "রাসূল (স) এরূপ করেছেন।"

৩. তাকরীরী হাদিস

সাহাবীগণ মহানবীর (স) সম্মুখে শরীআত সম্বন্ধে কোন কথা বলেছেন অথবা কোন কাজ করেছেন এবং রাসূল (স) তার প্রতিবাদ করেননি অথবা নীরব থেকে মৌন সম্মতি জানিয়েছেন তাকে তাকরীরী হাদিস বা অনুমোদন মূলক হাদিস বলা হয়। যেমন- কোন সাহাবি বলেছেন : "আমরা রাসূলুল্লাহর (স) উপস্থিতিতে এরূপ কাজ করেছি ইত্যাদি।"

৪. হাদিসে কুদসী

এই তিন প্রকার হাদিস ব্যতীত আরো এক প্রকার হাদিস আছে, যা মহানবী (স) গোপন ওহিরূপে আল্লাহর নিকট হতে সরাসরি বর্ণনা করতেন; যার ভাষা ছিল রাসূলের, কিন্তু ভাব আল্লাহর- একে 'হাদিসে কুদসী' বলা হয়। যেমন-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَعَالٰى: اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ

রাসূল (স) বাণী প্রদান করেন : মহান আল্লাহ বলেছেন- "রোযা আমার জন্য, আমিই এর প্রতিদান দেব।"

৭.২ সনদ হিসেবে হাদিস ৩ প্রকার

সনদ বা রাবী পরম্পরার দিক থেকে হাদিসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(ক) মারফূ : যে সব হাদিসের বর্ণনা পরম্পরা রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মারফু হাদিস বলা হয়।

(খ) মাওকুফ : যে সব হাদিসের বর্ণনা সূত্র সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মাওকুফ হাদিস বলা হয়।

(গ) মাকতূ : যে সনদ সূত্রে কোন তাবিঈর কথা, কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাকতূ হাদিস বলা হয়।

৭.৩ বর্ণনাকারীর (রাবী) সংখ্যা হিসেবে হাদিস ২ প্রকার যথা-

১. মুতাওয়াতির হাদিস

মুতাওয়াতির অর্থ একের পর এক পর্যায়ক্রমে আসা, বিরামহীন বা অনবরত। হাদিসে মুতাওয়াতির হল এমন হাদিস- যার বর্ণনাকারী রাবীর সংখ্যা প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক স্তরে এত বেশি যে, তাদের সকলের ওপর একযোগে মিথ্যার ওপর ঐকমত্য হওয়া অসম্ভব।

২. আহাদ হাদিস

যে হাদিসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা প্রত্যেক যুগে এক, দুই অথবা তিনজন তাকে আহাদ হাদিস বলে। এ শ্রেণীর হাদিস দ্বারা ইলমে যন্নী 'ধারণামূলক জ্ঞান' হাসিল হয়। ইমাম আবু হানিফার (র) মতে, এ জাতীয় হাদিস দ্বারা আমল করা ওয়াজিব হয়। ইমাম আহমদ (র) বলেন, এর দ্বারা ইলম ও আমল উভয়ই ওয়াজিব হয়।

৭.৪ আহাদ হাদিস ৩ প্রকার

১. মাশহুর হাদিস

মাশহুর অর্থ প্রসিদ্ধ, পরিচিত। যে হাদিসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা সাহাবিদের পরবর্তী স্তরসমূহের কোন স্তরে যদি তিনজন হতে কম না হয়, তবে এরূপ হাদিসকে হাদিসে মাশহুর বলা হয়। এ প্রকার হাদিসকে হাদিসে মুস্তাফিযও বলা হয়।

২. হাদিসে আযীয

আযীয শব্দটির অর্থ কম হওয়া, মজবুত ও শক্তিশালী বা বিজয়ী হওয়া। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদিসে আযীয বলা হয় এমন হাদিসকে, যার বর্ণনাকারী সংখ্যা প্রত্যেক যুগে কম পক্ষে দু'জন, এ ধরনের হাদিস দ্বারা আত্মতৃপ্তিমূলক জ্ঞান অর্জিত হয়।

৩. হাদিসে গরীব

গরীব শব্দের অর্থ স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন, দূরবর্তী ও দুষ্প্রাপ্য। পরিভাষায় এমন হাদিসকে হাদিসে গরীব বলা হয়, যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন স্তরে মাত্র একজন। এ ধরনের হাদিস গ্রহণযোগ্য এবং শরীআতে দলিলযোগ্য হবে।

৭.৫ রাবীর বিশুদ্ধতার বিচারে মুত্তাসিল হাদিস তিন প্রকার

(ক) সহীহ হাদিস

'সহীহ' মানে বিশুদ্ধ। যে মুত্তাসিল হাদিসের সনদের প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ 'আদালত' ও 'যাবত' গুণ-সম্পন্ন এবং হাদিসটি যাবতীয় দোষ-মুক্ত, তাকে সহীহ হাদীস বলা হয়।

(খ) হাসান হাদিস

হাসান মানে উত্তম, সৌন্দর্য। যে হাদিসের রাবীর 'যাবত' (স্মরণ শক্তি) গুণে পরিপূর্ণতা য় ঘাটতি রয়েছে তাকে হাসান হাদীস বলে। ফিক্হবিদগণ শরীআতের বিধান নির্ণয়ে ও আইন প্রণয়নে সহীহ ও হাসান হাদিস গ্রহণ করেন।

(গ) যয়ীফ হাদিস

যয়ীফ মানে দুর্বল। পরিভাষায় যয়ীফ হাদিস বলা হয় এমন হাদিসকে, যে হাদিসের কোন রাবী সহীহ ও হাসান হাদিসের রাবীর গুণসম্পন্ন নয়। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে যয়ীফ বলা হয়। নাউযুবিল্লাহ মহানবি (স) এর কোন কথাই যয়ীফ নয়।

সারসংক্ষেপ

'রাবীর' দুর্বলতার কারণেই হাদিসটিকে যয়ীফ বা দুর্বল বলা হয়। অন্যথায় রাসূলের (স) কোন কথাই যয়ীফ নয়। যয়ীফ হাদিসের দুর্বলতা কম ও বেশি হতে পারে। খুব কম হলে তা হাসানের কাছাকাছি থাকে। আর বেশি হতে হতে তা একেবারে 'মাওজু' বা জাল হাদিসে পরিণত হতে পারে। প্রথম প্রকারের যয়ীফ হাদিস আমলের ফযীলত বা আইনের উপকারিতা বর্ণনায় ব্যবহার করা যেতে পারে, আইন প্রণয়নে নয়। তবে জাল হাদিস কোন অবস্থায় আমলযোগ্য নয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ- হাদিসের প্রকারভেদের সংজ্ঞা লিখে আনবেন এবং পরস্পর আলোচনা করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। সংজ্ঞা হিসেবে হাদিস কত প্রকার ?

(ক) ৪ প্রকার (খ) ৬ প্রকার

(গ) ৮ প্রকার (ঘ) ১০ প্রকার

২। সনদ হিসেবে হাদিস কত প্রকার ?

(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার

(গ) ৫ প্রকার (ঘ) ৬ প্রকার

৩। হাদিসে কুদসী হলো-

(ক) ভাষা ও ভাব রাসূলের (খ) ভাষা ও ভাব আল্লাহর

(গ)ভাষা রাসূলের কিন্তু ভাব আল্লাহর (ঘ) ভাষা আল্লাহর কিন্তু ভাব রাসূলের

৪। রাবীর সংখ্যা হিসেবে হাদিস হলো -

(ক) ২ প্রকার (খ) ৪ প্রকার

(গ) ৬ প্রকার (ঘ) ৮ প্রকার

৫। আহাদ হাদিস কত প্রকার ?

(ক) ৩ প্রকার (খ) ৪ প্রকার

(গ) ৬ প্রকার (ঘ) ৮ প্রকার

৬। হাদিস হলো-

i.রাসূলের কথা ii. রাসূলের কাজ

iii. রাসূলের অনুমোদন

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

নাবিল সাহেব একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তবে তিনি মওযু হাদিসের ওপর প্রাধান্য দেন। নাবিল সাহেবের বন্ধু আজমল সাহেব তার বন্ধুর বাসায় কয়েকটি মওযু হাদিসের কিতাব দেখতে পেয়ে নাবিল সাহেবকে সহীহ হাদীস ও মওযু হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করলেন। মওযু হাদিসের ওপর আমলের অসারতা এবং সহীহ হাদিসের ওপর আমলের গুরুত্ব সম্পর্কেও আলোচনা করেন। এতে নাবিল সাহেবের ভুল ভেঙ্গে গেল এবং তিনি সহিহ হাদিস মোতাবেক আমল করার অঙ্গীকার করলেন।

ক. সহীহ হাদিস মানে কী ? ১

খ. হাদিস সহীহ ও যয়ীফ হওয়ার কারণ কী ? ২

গ. সহীহ হাদিস চেনার উপায় কী ? ৩

গ. মওযু বা জাল হাদিসের অসারতা বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। ক ৬। ঘ

পাঠ-৮ : হাদিস শাস্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- হাদিস শাস্ত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা জানতে ও বলতে পারবেন;
- সাহাবি, তাবিঈন ও তাবি-তাবিঈনের পরিচয় জানতে পারবেন;
- আসহাবে সুফ্ফা-এর পরিচয় বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মতন, রাবী, রিওয়াত, সহাবি, তাবিঈ, তাবি-তাবিঈ, হুজ্জাত।

❐ সনদ

হাদিস বর্ণনাকারীদের বর্ণনা সূত্রকে 'সনদ' বলে।

❐ মতন

হাদিসে বর্ণিত মূল বক্তব্যকে 'মতন' বলে।

❐ রাবী

হাদিস বর্ণনাকারীকে 'রাবী' বলা হয়।

❐ রিওয়ায়াত

হাদিস বা 'আছার' বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত বলে। কোন কোন সময় 'হাদিস' বা আছারকেও 'রিওয়ায়াত' বলে। যেমন বলা হয়, এ সম্পর্কে একটি রিওয়ায়াত আছে।

❐ সাহাবি

'সাহাবি' আরবি শব্দ। বহুবচনে আসহাব, সাহাবা- যিনি ঈমান ও প্রত্যয়ের সাথে রাসূলে করীম (স)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন, রাসূলে করীম (স)-কে দেখেছেন এবং তাঁর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন অথবা রাসূল (স)-কে একবার দেখেছেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ঈমানের ওপর টিকে ছিলেন তাকে 'সাহাবি' বলে।

সাহাবিদের সম্পর্কে সমালোচনা করা বা বিরূপ ধারণা করা জায়িয নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা এবং তাঁদের ব্যাপারে কটুক্তি থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।

❐ তাবি'ঈ

যিনি কোন সাহাবির নিকট হাদিস অধ্যয়ন করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে একবার তাঁকে দেখেছেন তাকে 'তাবিঈ' এবং বহুবচনে তাবিয়ীন বলে। তাবিয়ীনদের সংখ্যা অগণিত। তাঁরা সাহাবিদের কাছ থেকে হাদিসের জ্ঞান লাভ করেছেন।

❐ তাবি-তাবি'য়ীন

যিনি কোন তাবি'ঈর নিকট হাদিস অধ্যয়ন করেছেন, তাকে তাবি-তাবি'য়ী এবং বহুবচনে তাবি' তাব'য়ীন বলে। তাদের সংখ্যা অসংখ্য এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তাঁরা ছড়িয়েছিলেন। তাঁরা তাবি'য়ীগণের নিকট থেকে হাদিসের ইল্‌ম সংগ্রহ করে সমগ্র উম্মাতের মধ্যে ছড়িয়েছেন। হিজরি তৃতীয় শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তাঁরা জীবিত ছিলেন।

❐ (স) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

রাসূল (স)-এর নাম উচ্চারণ করলে যা পড়তে হয়। এর অর্থ- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রতি দয়া ও শান্তি বর্ষণ করুন।

❐ রাদিআল্লাহ্ আন্হু

আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। সাহাবায়ে কিরামের নামের সাথে এটা পড়তে ও লিখতে হয়।

❐ হাদিস ও সুন্নাহ

সুন্নাত শব্দের অর্থ হল কর্মপন্থা, কর্মপদ্ধতি, কর্মনীতি ও চলার পথ। পরিভাষায় রাসূল (স)-এর অনুসৃত কর্মপন্থা ও কর্মনীতিকে সুন্নাহ বলা হয়। হাদিস এবং সুন্নাহর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নয়। তবে উভয়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়-

হাদিস হল মহানবীর (স) কথা, কাজ, মৌন সম্মতি ও আচার-আচরণের বিবরণ। পক্ষান্তরে সুন্নাহ হল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নীতি ও কর্মপন্থা।

❐ আস্হাবে সুফ্ফা

'আস্হাবে সুফ্ফা' বলা হয় সাহাবাদের একটি নির্দিষ্ট অংশকে, যাঁরা সরাসরি রাসূলে করীম (স)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তাঁরা সার্বক্ষণিক রাসূল (স)-এর সাথে থাকতেন, তাঁর কথা শুনতেন এবং তা মুখস্ত করে নিতেন।

❐ মুহাদ্দিস

মুহাদ্দিস মানে হাদিস বিশেষজ্ঞ, হাদিসবিশারদ। যিনি হাদিসের চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদিসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী তাঁকে মুহাদ্দিস বলে। মুহাদ্দিসগণ হাদিস বিশ্লেষণ ও হাদিসের সত্য-মিথ্যা নিরূপণে এবং হাদিসের ব্যাপক পঠন পাঠনে নিয়োজিত থাকেন।

❐ শাইখ

হাদিস শিক্ষাদাতা রাবীকে শাইখ বলা হয়ে থাকে।

❐ হাফিয

'হিফ্য' থেকে হাফিয। 'হিফ্য' অর্থ মুখস্থ করা, যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদিস আয়ত্ত করেছেন তাকে হাফিযে হাদিস বলে।

❐ হুজ্জাত

যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ তিন লাখ হাদিস আয়ত্ত করেছেন, তাকে হুজ্জাত বলে।

❐ হাকিম

যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ সমস্ত হাদিস আয়ত্ত করেছেন তাকে হাকিম বলে।

❐ আদালত

যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাক্ওয়া ও মরুওত অবলম্বন করতে (এবং মিথ্যা আচরণ হতে বিরত থাকতে) উদ্বুদ্ধ করে তাকে আদালত বলে। তাক্ওয়া অর্থে এখানে শিরক, বিদাআত ও ফিস্ক প্রভৃতি কবীরাহ গোনাহ এবং পুনঃ পুনঃছগীরা গোনাহ্ করা হতে বেঁচে থাকাকে বুঝায়। 'মরুওত' অর্থে অশোভন বা অভদ্রোচিত কার্য হতে দূরে থাকাকে বুঝায়। যেমন হাট-বাজারে প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে প্রস্রাব করা ইত্যাদি। যিনি এরূপ কার্য করেন এমন ব্যক্তির বর্ণিত হাদিস সহীহ নয়।

❐ আদ্ল বা আদিল

যে ব্যক্তি 'আদালত' গুণসম্পন্ন তাকে 'আদল' বা 'আদিল' বলে। [অর্থাৎ যিনি (১) রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদিস সম্পর্কে কখনো মিথ্যা কথা বলেননি, (২) বা সাধারণ কাজ কারবারে কখনো মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হননি, (৩) অজ্ঞাতনামা অপরিচিত অর্থাৎ, দোষগুণ বিচারের জন্য যার জীবনী জানা যায় নি, এরূপ লোকও নন, (৪) বে-আমল ফাসিকও নন, (৫) অথবা বদ্-ইতিকাদ বিদআতীও নন তাকে 'আদ্ল' বা আদিল বলে।]

❐ যাব্‌ত

যে শক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ হতে রক্ষা করতে পারে এবং যখন ইচ্ছা তখন তাকে সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে 'যাব্‌ত' বা (স্মরণশক্তি) বলে। আর এ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে যাবিত বলে।

❐ ছিকাহ

যে ব্যক্তির মধ্যে 'আদালত' ও 'যাব্‌ত' উভয় গুণ পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে 'ছিকাহ' বলে।

❐ সহীহাইন

হাদিস গ্রন্থসমূহের মধ্যে বুখারী ও মুসলিমকে স্থান সর্বোচ্চে। তাই বুখারী ও মুসলিমকে একসঙ্গে সহীহাইন বলে।

❐ সুনানে আরবা'আ

'সিহাহ সিত্তা'র অপর চারখানা গ্রন্থ যথাক্রমে আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি ও ইবনে মাজাহকে এক সঙ্গে সুনানে আর্‌বা'আ বলে।

❐ জামি

যে হাদিস গ্রন্থে আকাইদ, সিয়ার, তাফসীর, ফিতান, আহকাম, আদাব, রিকাক ও মানাকিব এ আটটি প্রধান অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে তাকে জামি বলে। যেমন, জামি সহীহ বুখারী, জামি তিরমিযি।

❐ সুনান

যে হাদিস গ্রন্থে হাদিসকে ফিকাহ শাস্ত্রের ন্যায় সাজানো হয়েছে; কিন্তু সেখানে কেবল তাহারাত, নামায, রোযা প্রভৃতি আহ্‌কামের হাদিসসমূহ সংগ্রহের দিকেই বেশি নজর দেওয়া হয়েছে তাকে সুনান বলে। যেমন- সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে ইবনে মাজাহ, সুনানে দারিমী।

❐ মুস্‌নাদ

যে হাদিস গ্রন্থে সাহাবিদের থেকে বর্ণিত হাদিসমূহ তাঁদের নামের ..... অনুযায়া বিন্যস্ত করা হয়েছে তাকে 'মুস্‌নাদ' বলে। যেমন, মুস্‌নাদে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে তাআলিছী ইত্যাদি।

❐ মু'জাম

যে হাদিস গ্রন্থে হাদিসমূহকে শাইখ বা উস্তাদদের নামানুসারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, তাকে মু'জাম বলে। যেমন, মুজামে তাবারানী।

❐ রিসালাহ

যে ক্ষুদ্র হাদিস গ্রন্থে মাত্র একটি বিষয়ের সমস্ত হাদিসকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, তাকে 'রিসালাহ' বা 'জুয' বলে। যেমন- কিতাবুত তাওহিদ (ইবনে খুযাইমা)। এ হাদিস গ্রন্থে তাওহিদ সম্পর্কিত হাদিসসমূহ একত্র করা হয়েছে।

❐ রিজাল

হাদিসের বর্ণনাকারী সমষ্টিকে 'রিজাল' বলে।

❐ ইলমে আসমাউর রিজাল

যে শাস্ত্রে রাবীদের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে 'ইলমে আস্‌মাউর রিজাল' চরিত বিজ্ঞান বলে। এ শাস্ত্রে হাদিসের বর্ণনাকারীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, তাঁদের লেখাপড়া ও পাণ্ডিত্য, তাঁদের শিক্ষকদের ইল্‌মী অবস্থা, তাঁদের ছাত্রদের অবস্থা, জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁদের পরিশ্রম ও সফর, তাঁদের নৈতিক চরিত্র, তাঁদের সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী হবার ব্যাপারে 'ইলমে হাদিস' বিশেষজ্ঞদের মতামত ইত্যাদি অবস্থার বিষয় আলোচিত ও পর্যালোচিত হয়।

❐ মুত্তাফাকুন আলাইহি

মুত্তাফাকুন শব্দের অর্থ একমত, ঐকমত্য। আর আলাইহি শব্দের অর্থ ওপর। সুতরাং, মুত্তাফাকুন আলাইহি- এর অর্থ হচ্ছে 'তার ওপর একমত বা ঐকমত্য'। যে সকল হাদিস একই সাহাবি থেকে এক ও অভিন্ন সূত্রে ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেছেন তাকে মুত্তাফাক আলাইহি বা ঐকমত্যে বর্ণিত হাদিস বলা হয়। এ জাতীয় হাদিসের গুরুত্ব বা গুণগত বৈশিষ্ট্য উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং প্রমাণ ও দলিলের দিক থেকে অগ্রগণ্য।

সিহাহ (صحاح) শব্দটি (صحيح) সহীহ শব্দের বহুবচন। অর্থ বিশুদ্ধ, নির্ভুল, সহীহ। আর সিত্তাহ মানে ছয়। সুতরাং 'সিহাহ সিত্তাহ' বলা হয় হাদিস শাস্ত্রের সেই ছয়খানা নির্ভুল ও প্রামাণ্য সংকলনকে, যার বিশুদ্ধতা সর্বজনস্বীকৃত। হিজরি তৃতীয় শতাব্দী ছিল হাদিস চর্চা, লিখন, পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ ও সংকলনের সোনালী যুগ। এ শতাব্দীতে যে ছয়খানি নির্ভরযোগ্য, প্রামাণ্য এবং সর্বজনস্বীকৃত হাদিস গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে, সেগুলোকেই একত্রে 'সিহাহ সিত্তাহ' বলা হয়। এগুলো হলো-

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ি ও সুনানে ইবনে মাজাহ।

সারসংক্ষেপ

হাদিসের পবিভাষাসমূহ জানা থাকলে হাদিসের জ্ঞান সহজে বুঝা যায়। অতএব হাদিসের পরিভাষাগুলো জানা হাদিস পাঠকদের জন্য আবশ্যক।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, হাদিসের পরিভাষার তালিকা তৈরি করে পরস্পর বসে পাঠচক্র করুন। একে অপরকে প্রশ্ন করে আয়ত্ত করুন। যেমন- রাবী, রিওয়ায়াত, সাহাবী, তাবিঈ, তাবি তাবিঈন, হাফিজ, হুজ্জাত, হাকিম, সহীহায়ন, মুসনাদ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। সনদ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) হাদিস বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সূত্র (খ) হাদিস বর্ণনাকারী
(গ) হাদিস বর্ণনাকারীর সংখ্যা (ঘ) হাদিসের ভাষা

২। মতন শব্দের অর্থ কী ?

(ক) হাদিস বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সূত্র (খ) হাদিসের মূল বক্তব্য
(গ) হাদিস বর্ণনাকারীর সংখ্যা (ঘ) হাদিসের ভাষা

৩। রাদিআল্লাহু আনহু শব্দের অর্থ কী ?

(ক) আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট (খ) আল্লাহর প্রতি বান্দার সন্তুষ্ট
(গ) আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট (ঘ) আল্লাহ সবার প্রতি সন্তষ্ট

৪। মুহাদ্দিস শব্দের অর্থ কী ?

(ক) হাদিস বর্ণনাকারী (খ) হাদিস সংরক্ষণকারী
(গ) হাদিস সংকলনকারী (ঘ) হাদিস বিশেষজ্ঞ

৫। সুনানে আরবা'আ অর্থ কী ?

(ক) চারখানা সুনান গ্রন্থ (খ) পাঁচখানা সুনান গ্রন্থ
(গ) ছয়খানা সুনান গ্রন্থ (ঘ) সাতখানা সুনান গ্রন্থ

৬। সিহাহ সিত্তাহ হলো-

i.ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ ii. বুখারী, মুসলিম iii.আবু দাউদ, নাসাঈ

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল

একাদশ শ্রেণির বাংলা ক্লাসের শিক্ষার্থী তাহসিনা মাজিদ শ্রেণি শিক্ষক অধ্যাপক বেগম মঞ্জিলাকে প্রশ্ন করে যে, ভাষার ভিতর আবার পরিভাষা কী ? উত্তরে শিক্ষক বলেন, যে কোন ভাষায় কোন শব্দ যদি কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন তা ঐবিষয়ের পরিভাষা হিসেবে নির্দিষ্ট হয়। যেমন পদ অর্থ পা। কিন্তু যখন বলা হয় পদ কত প্রকার ? তখন বাংলায় শব্দগুলো কত প্রকার তা বুঝায়। এভাবেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে বুঝানোর জন্য পরিভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

ক. সনদ কাকে বলে ১

খ. তাবে তাবিঈন কারা ? ২

গ. হাসীস শাস্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. সিহাহ সিত্তাহ কী ? সহীহ হাদীস চর্চায় সিহাহ সিত্তার হাদিস গ্রন্থসমূহ ও সংকলকদের বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ ৫। ক ৬। ঘ

পাঠ-৯: ইমাম বুখারী (র)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- ইমাম বুখারীর পরিচয় বলতে পারবেন;
- ইমাম বুখারীর জীবনী বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইমাম বুখারীর অবদান বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইমাম, আল-বুখারী, উজবেকিস্তান সিহাহ সিত্তাহ।

ইমাম বুখারী (র)

জন্ম ও শৈশব

ইমাম বুখারীর পুরো নাম হলো- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী। পরবর্তীতে তিনি জন্মস্থানের নামেই পরিচিতি লাভ করেন।

তিনি ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির পাদপিঠ বর্তমান রাশিয়ার উজবেকিস্তানের অন্তর্গত ইসলামি সভ্যতার লীলাভূমি বুখারায় ১৩ শাওয়াল ১৯৪ হিজরি সনে (৮১০ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশবে ইমাম বুখারী (র) পিতাকে হারিয়ে মাতার স্নেহে লালিত-পালিত হন। অতি অল্প বয়সেই ইমাম বুখারীর দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। এতে তাঁর মাতা দারুণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন। এক রাতে তাঁর মাতা স্বপ্নে দেখতে পেলেন হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁকে এসে বলছেন- "মুহাম্মাদের মাতা! একটি সুসংবাদ জেনে নাও, তুমি আল্লাহর দরবারে অতি মাত্রায় কান্নাকাটি করার কারণে আল্লাহ তোমার ছেলের চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দিয়েছেন।" সকালে উঠে তিনি সত্যি সত্যি দেখতে পেলেন বুখারী চোখের আলো ফিরে পেয়েছেন।

শিক্ষা

ইমাম বুখারী (র) অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তাঁর মেধা ও স্মরণশক্তি সম্বন্ধে বলা হয়, তিনি মাত্র একবার পড়লে যে কোন কিতাব মুখস্থ হয়ে যেত। শৈশবেই তিনি হাদিসশাস্ত্র অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সম্পর্কে তিনি স্বয়ং বলেন, "মক্তবে পড়ার সময়ই আমার মনে হাদিস মুখস্থ করার বাসনা জাগে।"

ইমাম বুখারী ছোটবেলা থেকেই হাদিস মুখস্থ করতে থাকেন। ১৬ বছর বয়সেই তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক ও হাকীম তকীর হাদিসগ্রন্থ সম্পূর্ণ মুখস্থ করে ফেলেন। হিজরি ২১০ সনে ইমাম বুখারী (র) বুখারায় অবস্থানকালে খ্যাতিমান মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদিস সংগ্রহ করে মা ও ভাইকে নিয়ে হাজ্জে গমন করেন। তিনি হাদিস শিক্ষার করার লক্ষে ৬ বছর মক্কায় অবস্থান করেন।

ইমাম বুখারী (র)-এর শিক্ষকমণ্ডলী

ইমাম বুখারী (র) বাগদাদে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের নিকট হাদিস শিক্ষা করেন। তা ছাড়া আহমাদ ইবনে আল-আরজাকী, আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ, ইবরাহীম ইবনে মানযার, হাম্মাদ, আবু সাবেত প্রমুখের নিকট হাদিস শিক্ষা করেন।

ছাত্রবৃন্দ

ইমাম বুখারীর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম মুসলিম নিশাপুরী, আবু আবদুর রহমান আননাসায়ি, আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা তিরমিযি, মুহাম্মাদ ইবনে নাছর যারওয়ারী (র) অন্যতম।

কর্মজীবন

ইমাম বুখারীর কর্মজীবন অতিবাহিত হয় হাদিস সংগ্রহ, মুখস্থকরণ এবং সংকলন ও শিক্ষা দানে বুঝানো হয়। তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, "আমি যখন ১৮ বছর বয়স অতিক্রম করি তখন সাহাবি ও তাবেঈদের বিচার-ফায়সালা সম্পর্কে একটি গ্রন্থ এবং এরপর মদীনায় রাসূল (স)-এর রওযা মোবারকের নিকট বসে আত-তারীখ রচনা করি।"

ইমাম বুখারী (র) ইসলামি বিশ্বের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতেন। আল্লামা যাহবী (র) এ প্রসঙ্গে বলেন, "তিনি হাদিস সংগ্রহে বাগদাদ, বলখ, মক্কা, বসরা, কুফা, আসকালান, হিমস এবং দামেস্কে গমন করেন। ইলমে হাদিসের জন্যে তিনি তদানীন্তন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন।

ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা

ইমাম বুখারী অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর সমুদয় অর্থসম্পদ শিক্ষার্থী ও দরিদ্রদের মাঝে ব্যয় করেন। ইমাম তিরমিযি (র) বলেন, "ইমাম বুখারী (র) ছিলেন উম্মতের ভূষণ আর ইমাম মুসলিম (র) ছিলেন- তাঁর পদচুম্বনে অভিলাষী।"

চরিত্র

ইমাম বুখারী (র) ছিলেন অতিশয় ভদ্র প্রকৃতির লোক। আত্মসম্মানবোধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। রাজা- বাদশাহগণের তোষামোদে তিনি বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হননি। একবার বুখারার শাসক খালেদ ইবনে যাহলী তাঁর ঘরে গিয়ে তাকে হাদিস শিক্ষাদানে অনুরোধ জানান। কিন্তু ইমাম বুখারী (র) তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় তাঁকে বোখারা ছাড়তে বাধ্য করেন। ইমাম বুখারী তা মাথা পেতে মেনে নেন।

মেধা প্রখরতা

ইমাম বুখারীর (র) প্রখর মেধার অধিকারি ছিলেন- একবার সমরকন্দে চারশত মুহাদ্দিস বুখারীর হাদিস জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য হাদিসের 'সনদ' ও 'মতন' উল্টা-পাল্টা করে উপস্থাপন করলে ইমাম বুখারী (র) সবগুলো সঠিক ভাবে উপস্থাপন করেন। এতে মুহাদ্দিসগণ বিস্মিত হন। ইমাম মুসলিম তাঁকে "হাদিস রোগের চিকিৎসক" বলে আখ্যায়িত করেন।

হাদিস সংকলনে তাঁর অবদান

হাদিস সংকলনে ইমাম বুখারীর অবদান আকাশ ছোঁয়া। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, "আমি সিরিয়া, মিসর ও জর্জিয়ায় দু'বার করে উপস্থিত হয়েছি। বসরায় চারবার, কুফা ও বাগদাদে অসংখ্যবার গিয়েছি এবং হেজাজে ছয় বছর অবস্থান করেছি।"

সহীহ বুখারী সংকলনের অনুপ্রেরণা

সহীহ বুখারী সংকলনের ব্যাপারে ইমাম বুখারী (র) দু'টি মন্তব্য করেন–

(ক) একবার তাঁর ওস্তাদ ইসহাক ইবন রাহওয়াই (র)-এর মজলিসে এক ব্যক্তি বলল, কেউ যদি রাসূল (স)-এর হাদিস গ্রন্থ প্রণয়ন করত, যা হবে বিশুদ্ধ তাহলে সকলের উপকার হতো। একথা শুনে তিনি সহীহ বুখারী সংকলনে আত্ম নিয়োগ করেন।

(খ) তিনি এক রাতে এমন একটি স্বপ্ন দেখলেন যার ব্যাখ্যায় বলা হয়, 'তুমি রাসূল (স)-এর সকল সত্য রক্ষা করবে।' আর সেই সত্য হলো রাসূল (স)-এর সকল হাদিস শুদ্ধভাবে সংকলন করা।

ইন্তেকাল : তিনি ২৫৬ হিজরি মোতাবেক ৮৭০ খ্রি. সমরকন্দের খরতংগ শহরে ৬২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

সারসংক্ষেপ

ইমাম বুখারি (র) হাদিস জগতে মহান দিকপাল। তাঁর বিস্ময়কর প্রয়াস ও সাধনায় হাদিস শাস্ত্র বিশুদ্ধ ও সহীহভাবে আমরা পেয়েছি। বিশ্ববাসী বিশুদ্ধ হাদিসের ওপর আমল করতে পারছেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	হাদিস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী (র) এর অবদান বিষয়ক একটি রচনা লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ইমাম বুখারীর পুরো নাম কী ?

(ক) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী (খ) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বুখারী

(গ) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ফয়সল (ঘ) আবূ আবদুল্লাহ আল বুখারী

২। ইমাম বুখারীর জন্ম তারিখ কত ?

(ক) ৯৪ হিজরি (খ) ১৯৪ হিজরি

(গ) ২৯৪ হিজরি (ঘ) ৩৯৪ হিজরি

৩। ইমাম বুখারী হাদিস চর্চার জন্য কত বছর মক্কায় অবস্থান করেন ?

(ক) ৩ বছর (খ) ৫ বছর

(গ) ৬ বছর (ঘ) ৭ বছর

৪। মুহাদ্দিস শব্দের অর্থ কী ?

(ক) হাদিস বর্ণনাকারী (খ) হাদিস অনুবাদকারী

(গ) হাদিস মুখস্তকারী (ঘ) হাদিস বিশেষজ্ঞ

৫। ইমাম বুখারির শিক্ষকমন্ডলী হলো-

i.আহমদ ইবনে আল-আরজাকী ii. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ

iii.ইবরাহীম ইবনে মানযার

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

ড. শাহজাহান লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করার পর হাদিস শাস্ত্রের ওপর গবেষণা করেন। তার গবেষণা কর্মের তত্তাবধয়ক ছিলেন একজন ওরিয়েন্টালিস্ট। তিনি তাকে গবেষণা কর্মে ইমাম বুখারী (র) এবং তাঁর সংকলিত সহীহ বুখারী সম্পর্কে মিস গাইড করেন। এতে হাদিসের প্রতি তার সন্দেহ সৃষ্টি হয়। তখন থেকে তিনি হাদিস বাদ দিয়ে আল-কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে আসছেন। তা ছাড়া হাদিস অনুযায়ী তিনি কোন আমলই করেন না। একবার তিনি মসজিদে নববীতে গমন করেন এবং প্রধান ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ড. শাহজাহানের অনৈসলামিক আচরণ দেখে ইমাম সাহেব তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে প্রকৃত ঘটনা জানতে পারেন। অতঃপর মসজিদে নববীতে প্রধান ইমাম তাকে ইমাম বুখারীর হাদিস গ্রন্থ, আসমাউর রিজাল গ্রন্থ এবং হাদীস শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ প্রভৃতি গ্রন্থ উপহার হিসেবে দিলেন এবং হাদিস সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক তার সামনে উপস্থাপন করলেন। এতে ড. শাহজাহানের ধারণা পাল্টে গেল এবং হাদিসকে ইসলামি শরীআতের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন।

ক. ইমাম বুখারী (র) কত হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন ? ১

খ. সহীহাইন বলতে কী বোঝেন ? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে হাদিস শাস্ত্রের একজন শিক্ষকের গুণাবলী কেমন হওয়া উচিত ?
আলোচনা করুন। ৩

ঘ. ইমাম বুখারীর বর্ণাঢ্য জীবন সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ ৫। ঘ

পাঠ-১০: ইমাম মুসলিম (র)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- ইমাম মুসলিমের পরিচয় বলতে পারবেন;
- ইমাম বুখারীর জীবনী বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুসলিমের অবদান বলতে পারবেন;
- ইমাম মুসলিমের জীবনী ও তাঁর অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইমাম, সহীহ মুসলিম, সিহাহ সিত্তাহ।

ইমাম মুসলিম (র)
জন্ম ও শৈশব

সিহাহ সিত্তাহ বা ছয়খানি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থের অন্যতম গ্রন্থ সহীহ মুসলিম শরীফের প্রণেতার পুরো নাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী। তিনি হিজরি ২০৪ সনে (মোতাবেক ৮১৯ খ্রি.) খুরাসানের অন্তর্গত নিশাপুর নগরে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন

হাদিসের ওপর প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করার পর ১৮ বছর বয়স হতে তিনি পূর্ণমাত্রায় হাদিস শিক্ষা শুরু করেন। হাদিস শিক্ষার জন্যে তাকে দুনিয়ার এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে ছুটে যেতে হয়েছে। তিনি ইরাক, হিজাজ, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি শহরে গমন করে সে স্থানে অবস্থানকারী বড় বড় মুহাদ্দিসের নিকট হাদিস শিক্ষা করেন।

শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম মুসলিম (র) সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ উস্তাদগণের সাহচর্য লাভ করার সুযোগ লাভ করেন। তাদের মধ্যে ইমাম বুখারী, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবন রাহওয়াই প্রমুখ অন্যতম। তিনি নিশাপুরেই বুখারীর শিষ্যত্ব লাভ করেছিলেন। হাদিস শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের গভীরতা সম্বন্ধে তাঁর ছাত্র ও শিক্ষক সবাই একমত।

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

সে সময়কার বড় বড় মুহাদ্দিসগণ তাঁর নিকট হাদিস শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর ছাত্রদের মাঝে যাঁরা অন্যতম তারা হলেন আবু হাতিম আর-রায়ী, মূসা ইবন হারুন, ইমাম তিরমিযি (র) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব

ইমাম মুসলিম (র) অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি কোন তোষামোদীর প্রশংসায় প্রভাবিত হননি। তাই তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি হাতিম আর রাযী, মূসা ইবনে হারুন, আহমদ ইবনে সালামা সহ অনেকের নামই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তিনি সরাসরি উস্তাদগণের নিকট শ্রুত এবং গৃহীত তিন লক্ষ হাদিস যাচাই বাছাই করে রচনা করেন অমর গ্রন্থ সহীহ মুসলিম।

হাদিস শাস্ত্রে অবদান

হাদিস শাস্ত্রে ইমাম মুসলিমের অবদান আকাশচুম্বী। এই মহাপণ্ডিতের অধিকাংশ সংকলনই হাদিস সংক্রান্ত। এর অন্যতম সহীহ মুসলিম। সহীহ মুসলিম ছাড়া তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলো হলো-১. আল-মুসনাদুল কাবীর, ২. কিতাব আল-আসমা, ৩. কিতাব আল-জামি, ৪. কিতাব আল-তামীম, ৫. কিতাব আল-ইলম।

ইমাম মুসলিমের সহীহ মুসলিম সহীহ ও শুদ্ধতার বিচারে এ গ্রন্থখানি বুখারীর পরেই শ্রেষ্ঠ তম। তিনি কেবল নিজের জ্ঞান বুদ্ধিতেই এ হাদিসগ্রন্থ সংকলন করেননি বরং পণ্ডিতদের পরামর্শ নিয়েছেন। তাঁর মতে-"কেবল আমার বিবেচনায়ই সহীহ হাদিসসমূহ কিতাবে সন্নিবেশিত করিনি বরং সেসব হাদিসই সন্নিবেশ করেছি যাদের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ একমত।"

তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও সাধনা করে এ গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। সহীহ মুসলিমে মোট 'বার হাজার' হাদিস সন্নিবেশিত আছে। তবে একাধিকবার উদ্ধৃত হাদিস বাদ দিলে এর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় চার হাজার। এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (র) নিজে বলেন, "মুহাদ্দিসগণ দুইশত বছর পর্যন্ত যদি হাদিস লিখতে থাকেন তবুও তাদেরকে অবশ্যই এই সনদযুক্ত বিশুদ্ধ গ্রন্থের ওপর নির্ভর করতে হবে।"

চরিত্র

তিনি উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি যে একজন উন্নত চরিত্র, উচ্চ মর্যাদা এবং বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন এ প্রসঙ্গে সকল মনীষীই একমত। পরনিন্দা ও পরশ্রীকাতরতাকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। সকলের মঙ্গল কামনা ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ।

ইন্তেকাল

ইমাম মুসলিম (র) ৫৭ বছর বয়সে ২৬১ হিজরিতে নিশাপুরে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে নিশাপুরে সমাহিত করা হয়।

সারসংক্ষেপ

ইমাম মুসলিম (র) হাদিস জগতে অন্যতম দিশারী। তাঁর বিস্ময়কর সাধনার বদৌলতে আমরা সহীহ হাদিস পেয়েছি। হাদীস শাস্ত্রে ইমাম মুসলিমের অবদান আকাশ চুম্বী। তাঁর রচিত মুসলিম সহীহ ও শুদ্ধতার বিচারে বুখারীর পরেই শ্রেষ্টতম। তিনি ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী। ৫৭ বছর বয়সে তিনি নিশাপুরে ইন্তেকাল করেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	হাদিস সংকলনে ইমাম মুসলিমের অবদান বিষয়ক একটি রচনা লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ইমাম মুসলিমের পুরো নাম কী ?

(ক) নাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী

(খ) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বুখারী

(গ) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ফয়সল (ঘ) আবূ আবদুল্লাহ আল-বুখারী

২। ইমাম মুসলিমের জন্ম তারিখ কত ?

(ক) ৯৪ হিজরি (খ) ২০৪ হিজরি

(গ) ২৯৪ হিজরি (ঘ) ৩৯৪ হিজরি

৩। আল-মুসনাদুল কাবীর গ্রন্থের রচয়িতা কে ?

(ক) ইমাম বুখারী (র) (খ) ইমাম নাসায়ী (র)

(গ) ইমাম মুসলিম (র) (ঘ) ইমাম তিরমিযী (র)

৪। ইমাম মুসলিম কত হিজরিতে ইন্তেকাল করেন ?

(ক) ২৬১ হিজরিতে (খ) ২১০ হিজরিতে

(গ) ২৩০ হিজরিতে (ঘ) ২৪০ হিজরিতে

৫। ইমাম মুসলিমের ছাত্র হলো-

i. আবু হাতিম আর-রায়ী ii. মূসা ইবন হারুন iii. ইমাম তিরমিযি (র)

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

ইমরান সাহেব সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। তবে তিনি তার জীবনকে ইসলামী ধারায় পরিচালিত করার চেষ্টা করেন। তাই তিনি ঘরে বসে কুরআন-হাদিস চর্চা করেন এবং ছেলে-মেয়েদের কুরআন হাদিসের জ্ঞান অর্জনের জন্য ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছেন। তার ছেলে-মেয়েরা কুরআন হাদিসে পান্ডিত্য অর্জনের জন্য মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছ। পড়া- লেখার পাশাপাশি সুন্নাতের ওপর আমল করার আগ্রহ বেড়েছে। তারা নবি (স) -এর প্রতিটি সুন্নাতের আমল করার চেষ্টা করছে। তাদের বন্ধু-বান্ধবরাও তাদের দেখে সুন্নাতের ওপর আমল করা শুরু করেছে। পবিত্র কুরআনের পরেই তারা হাদিসকে ইসলামি শরীআতের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছে।

ক. ইমাম মুসলিম কে ছিলেন ? ১

খ. সহীহাইন বলতে কী বুঝেন ? লিখুন। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে হাদিসের ওপর আমল করা জরুরি কিনা ? আলোচনা করুন। ৩

ঘ. হাদিস শাস্ত্রে ইমাম মুসলিমের অবদান উল্লেখ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। ঘ

পাঠ-১১: ইমাম আবু দাউদ (র) ও ইমাম তিরমিযি (র)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- ইমাম আবু দাউদ (র) -এর জীবনী ও তাঁর অবদান বর্ণনা করতে পারবেন
- ইমাম তিরমিযি (র) এর জীবনী ও তাঁর অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সুনান, জামে, তিরমিযি, নাসাঈ।

১১.১ ইমাম আবু দাউদ (র)

নাম-সুলায়মান, উপাধি-আবূ দাউদ, পুরো নাম- সুলায়মান ইবনে আশআছ সিজিস্তানী। তাঁর জন্মভূমি-কান্দাহারের নিকটবর্তী সিজিস্তান। তিনি ২০২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা ও হাদিস অনুসন্ধানার্থে ইমাম আবু দাউদ (র) বহু দেশ সফর করেন। ইরাক, খোরাসান, সিরিয়া, হিজাজ, মিসর ও আরবের অন্যান্য দেশের মুহাদ্দিসগণের নিকট তিনি হাদিস শুনেছেন। তিনি ইমাম বুখারী (র)-এর সমসাময়িক। তাঁর প্রসিদ্ধ উস্তাদ হলেন- ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র), ইবনে মুঈন (র), উসমান ইবনে আবূ শাইবা (র), কুতাইবা (র), কানাবী (র) ও তায়ালুসী (র) প্রমুখ। ইমাম আবু দাউদ (র) তাঁর উস্তাদগণের থেকে পাঁচ লাখ হাদিস লিখেন। ইমাম তিরমিযি (র), ইমাম নাসায়ি (র) ও ইমাম আহ্মাদ ইবনে খিলাল (র) তাঁর নিকট হাদিস শুনেছেন। তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ লু'লুভী ইবনুল আরাবি এবং ইবনে ওয়াসা (র) প্রমুখ তাঁর মশহুর শিষ্য।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ছিলেন উঁচুস্তরের হাদিসের হাফিয। ইবাদাত, আত্মশুদ্ধি ও ফাত্ওয়ার অলংকার দ্বারা তাঁর জীবন ছিল সুসজ্জিত। বহুবার বাগদাদ এসেছিলেন। বসরায় তিনি স্থায়িভাবে বসবাস করতেন। ১৫ শাওয়াল ২৭৫ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব হলো সুনানে আবু দাউদ ও মারাসীল।

১১.২ ইমাম তিরমিযি (র)

জন্ম ও শৈশব

সিহাহ সিত্তাহ, অন্যতম গ্রন্থ জামে তিরমিযি প্রণেতা ইমাম তিরমিযি (র)-এর পুরো নাম আল-ইমাম আল-হাফেয আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযি।

খলিফা আব্দুল্লাহ আল-মামুনের শাসনামলে মধ্য এশিয়ার ট্রান্স অক্সিয়ানার পার্শ্বে জীহুন নদীর বেলাভূমিতে অবস্থিত 'তিরমিয' নামক স্থানে হিজরি ২০৯ সনে এক অভিজাত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম তিরমিযির বাল্যকাল তিরমিয শহরেই অতিক্রান্ত হয়। ছোটবেলা থেকেই তিনি প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। ফলে কোন হাদিসে একবার চোখ বুলালে তা পুনরায় দেখার প্রয়োজন হতো না। তাঁর মেধার বিকাশ দেখে অনেকেই অবাক হয়ে যেতো।

শিক্ষা জীবন

ইমাম তিরমিযি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেই হাদিস অধ্যয়ন ও সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য তিনি মুসলিম জাহানের বিখ্যাত হাদিস শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে গমন করে হাদিস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন। এমনও সময় গেছে যে, কোন স্থানে হাদিস সংগ্রহে তাকে নিরুদ্দেশ থাকতে হয়েছে পরিবার-পরিজন থেকে।

শিক্ষা সফর

তিনি হাদিস সংগ্রহের জন্য বছরের পর বছর ধরে মুসলিম জাহানের জ্ঞানের পাদপিঠ বসরা, কুফা, ইরাক, রাই, খুরাসান, হিজাজ প্রভৃতি স্থানে ব্যাপক সফর করেন। সেখানে অবস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে তিনি হাদিস সংগ্রহ করতেন।

তিরমিযি (র)-এর ওস্তাদগণ

ইমাম তিরমিযি (র)-এর সৌভাগ্য যে, তিনি সমসাময়িক বড় বড় উস্তাদ ও আলিম -ওলামার সাহচর্য লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে যারা অন্যতম তাঁরা হলেন- ইমাম বুখারী, কুতাইবা ইবনে সাঈদ, ইসহাক ইবনে মূসা, মাহমুদ ইবনে গাইলান, সাঈদ ইবনে আব্দুর রহমান (র) সহ আরো অনেকে।

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

ইমাম তিরমিযির যেমন বড় বড় উস্তাদ ছিলেন ঠিক তেমনি তাঁর হাত থেকে বেরিয়েছে সে সময়কার তুখোড় তুখোড় বেশ কয়েক জন শিষ্য। তাঁরা হলেন- আবু হামেদ আহমাদ ইবনে আব্দুল্লাহ মারুফী, আহমদ ইবনে ইউসুফ নাসাফী ও মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ (র) প্রমুখ শিষ্যগণ।

স্মৃতি শক্তির গভীরতা

তিনি ছিলেন বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাঁর স্মৃতিশক্তির প্রখরতা সম্পর্কে কথিত আছে যে, একবার তিনি জনৈক শাইখের বর্ণিত কয়েকটি হাদিস সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু বর্ণনা ভালোভাবে শোনেননি বলে তা ঠিকমতো লিপিবদ্ধ করতে পারেননি। একদিন ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে শায়খের সাথে সাক্ষাত হলে তাঁর নিকট থেকে সম্পূর্ণ হাদিস শোনার ইচ্ছা করেন। শাইখ বললেন-

"আমি পাঠ করি তুমি তোমার লিখিত অংশ বের করে মিলিয়ে নাও। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পরও ইমাম তিরমিযি (র) তাঁর লিখিত অংশটি পেলেন না। তাই তিনি একটি সাদা কাগজের টুকরা ধরেই শাইখের বক্তব্য শুনতে লাগলেন। এমতাবস্থায় শাইখ বললেন, তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ? তিনি বললেন না, আপনি যা বলেছেন তা আমি বলে দিতে পারি। এই বলে তিনি মুখস্থ বলে দিলেন। শাইখ এতে বিস্মিত হয়ে গেলেন।"

অবদান

ইমাম তিরমিযি (র) সমসাময়িককালের হাদিস বিশারদদের অন্যতম ছিলেন। হাদিস শাস্ত্রের উৎকর্ষের জন্যে তিনি সারা জীবন সাধনা ও শ্রম বিনিয়োগ করেছেন। তিনি হাদিস শাস্ত্রের ওপর বহু মহামূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলোর মধ্যে- আল জামিউত তিরমিযি, কিতাবুল আসমা ওয়ালকুনা, শামায়েলুত তিরমিযি অন্যতম। তবে তাঁর সংকলনগুলোর মধ্যে জামে আত্তিরমিযি অমর সংকলন।

জামে আত্ তিরমিযি

ইমাম তিরমিযির অন্যতম সেরা সংকলন 'আল-জামিউত তিরমিযি' কে 'সুনান'ও বলা হয়। ব্যাপকতায় এটি সহীহ বুখারী, হাদিস বিন্যাসে মুসলিম এবং আহকামে আবু দাউদের স্থান দখল করে আছে। গ্রন্থটিতে তিন হাজার আটশত বারটি হাদিস সংগৃহীত হয়েছে। ইমাম তিরমিযি (র) তাঁর সংকলনটি সম্পর্কে বলেন-

"যার ঘরে এই কিতাবখানি থাকবে মনে করা যাবে যে, তাঁর ঘরে স্বয়ং নবী (স) অবস্থান করছেন এবং কথা বলছেন।"

চরিত্র

ইমাম তিরমিযি (র) অত্যন্ত নির্মল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি শিক্ষকদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে সম্বোধন করতেন। তিনি অত্যন্ত পরহেজগার ও আল্লাহভীরু লোক ছিলেন।

সারসংক্ষেপ

হাদিস বিদগণের আরো দু'জন মহামণীষী হলেন- ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযি (র)। এ দু'জন হাদিস বিজ্ঞানীর অশেষ পরিশ্রমে হাদিস বিজ্ঞান বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	হাদিস বিজ্ঞানী হিসেবে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযি (র) -এর জীবন কাহিনী লিখে টিউটরকে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ইমাম আবু দাউদের পুরো নাম কী ?

(ক) সুলাইমান ইবনে আশআছ সিজিস্তানি (খ) সুলাইমান নাসিরউদ্দীন

(গ) সুলাইমান ইবনে ইয়াসীন (ঘ) সুলাইমান ইবনে মামুন

২। ইমাম আবু দাউদ কত হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন ?

(ক)১০২ হিজরি (খ) ২০২ হিজরি

(গ) ৩০২ হিজরি (ঘ) ৪০২ হিজরি

৩। ইমাম আবু দাউদ কত হিজরিতে ইন্তেকাল ছিলেন ?

(ক) ১৭৫ হিজরিতে (খ) ১৯৫ হিজরিতে

(গ) ২৭৫ হিজরিতে (ঘ) ৩৭৫ হিজরিতে

৪। ইমাম তিরমিযির পুরো নাম কী ?

(ক) আল-ইমাম আল-হাফিয আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযি (র.)

(খ) ইমাম আল-হাসান (গ) আল-ইমাম হাফিয আবূ ঈসা নায়িম (র) (ঘ) ইমাম আবু নাঈম

৫। ইমাম তিরমিযি কত হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন ?

(ক) ১০৯ হিজরি (খ) ২০৯ হিজরি

(গ) ৩০৯ হিজরি (ঘ) ৪০৯ হিজরি

৬। আত-তিরমিযি কী ধরনের গ্রন্থ ?

(ক) জামে (খ) সুনান

(গ) যায়ীফ (ঘ) হাসান

৭। ইমাম নাসায়ির পুরো নাম কী ?

(ক) আবদুর রহমান আহমদ আলী

(খ) আবদুর রহমান আহমদ হাসান

(গ) আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শুআইব আন-নাসায়ি

(ঘ) আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শুআইব আন-নাসায়ি

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। ক ৫। ক ৬। ক ৭। ৮। ক

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

আহমাদ সাহেব একজন সাংবাদিক। তিনি ইসলামি জীবনব্যবস্থায় তেমন আগ্রহী নহেন। তবে মাঝে মাঝে তিনি জুমুআর সালাত আদায় করেন। আল-কুরআনকে আল্লাহর কালাম হিসেবে বিশ্বাস করেন। তিনি মাঝে মধ্যে কুরআনের অনুবাদ, আয়াতের শিক্ষা প্রভৃতি চর্চা করেন। তবে হাদীসের ব্যাপারে তার অজ্ঞতা রয়েছে। মহানবীর (স.) হাদিস ও ইসলামের

দলীল বিষয়টি তিনি জানতেন না। স্থানীয় মসজিদের ইমাম ও খতীব মুফতী তানভীর আহমাদ সিদ্দিকী বিষয়টি জানতে পেরে তার সাথে সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। একদিন খতীব সাহেব তার বাসায় গিয়ে হাদিসের গুরুত্ব, মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রাসূলের বিখ্যাত হাদিসটির উদ্বৃতি দিলেন যার অর্থ হচ্ছে- "জেনে রেখো ! সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আর সর্বোত্তম কর্ম বিধান হচ্ছে মুহাম্মাদ (স) এর উপস্থাপিত জীবন বিধান।

ক. ইমাম আবু দাউদ কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন ? ১

খ. জামে আত-তিরমিযি কোন্ শ্রেণির হাদিস গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ? বুঝিয়ে লিখুন। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সাংবাদিক আহমাদ সাহেব যেভাবে ইমলামি জীবন যাপন করছেন- তা কি শরীআত সম্মত ? আপনার মতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত হাদিসের আলোকে ইবাদাত করার গুরুত্ব আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-১২: ইমাম নাসায়ি (র) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (র)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- ইমাম নাসায়ির জীবনী ও তাঁর অবদান জানতে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইমাম ইবনে মাজাহ'র জীবনী ও তাঁর অবদান জানতে ও বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সিজিস্তানী, মশহুর, হাদিসের হাফিয।

১২.১ ইমাম নাসায়ি (র)

জন্ম ও শৈশব

সিহাহ্ সিত্তাহর অন্যতম গ্রন্থ সুনানে নাসায়ি প্রণেতা ইমাম নাসায়ির পূর্ণ নাম আবদুর রহমান আহমদ ইবন শুআইব আন-নাসায়ি।এই ক্ষণজন্মা মনীষী খুরাসানের অন্তর্গত 'নাসা' শহরে ২১৫ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান নাসা'র নামানুসারেই পরবর্তীকালে তিনি পরিচিতি লাভ করেন।

তিনি শৈশবকাল থেকেই প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও ইসলামি জ্ঞানের প্রতি পারদর্শিতা দেখাতে শুরু করেন। তিনি শৈশবকাল প্রিয় জন্মস্থানে অতিবাহিত করেন। তিনি স্থানীয় বিদ্যাপিঠে হাদিস ও কুরআন পাঠে মনোনিবেশ করেন।

শিক্ষাজীবন

তিনি অসংখ্য হাদিস মুখস্থ জানতেন বলে তাঁকে হাদিসের হাফিযও বলা হতো। তিনি ১৫ বছর বয়স থেকেই হাদিস সংগ্রহের জন্য ব্যাপকভাবে বিভিন্ন দেশ সফর করেন এবং দীর্ঘদিন বিভিন্ন হাদিসকেন্দ্রে অবস্থান করেন। তিনি হযরত আলী (রা) ও তাঁর বংশধরদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন।

বিদেশ ভ্রমণ

ইমাম নাসায়ি (র) হাদিস শাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করে দেশ বিদেশে সফর করেন। প্রথমে তিনি কুতাইবা বলখীর নিকট উপস্থিত হন এবং দুই মাস এক বছর সেখানে অবস্থান করে তাঁর নিকট থেকে হাদিসের ওপর তা'লিম গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি মিসর গমন করেন। সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করে বেশ কিছু রচনা সংগ্রহ করেন। তাঁর মিসর গমন তাঁকে দেশ বিখ্যাত আলিম-ওলামার সাহচর্য লাভের সুযোগ করে দেয়।

হাদিস শাস্ত্রে অবদান

ইমাম নাসায়ি (র) মিসর সফরকালে বেশ কয়েকটি মূল্যবান হাদিসগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরবর্তীতে এগুলো পাঠকদের কাছে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি হিজরি ৩০২ সনে মিসর ত্যাগ করে দামেস্ক উপস্থিত হন এবং সেখানে হযরত আলী (রা) ও রাসূল (স)-এর বংশধরদের ওপর প্রশংসা সম্বলিত কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রেষ্ঠ সংকলন

ইমাম নাসায়ির অমর সংকলন হলো 'সুনানুল কুবরা'। এটি তাঁর প্রথম হাদিসগ্রন্থ সংকলন। পরবর্তীতে তিনি কুবরা থেকে যাচাই বাছাই করে সংক্ষিপ্ত আকারে একখানি গ্রন্থ তৈরী করেন এবং এর নাম করেন সুনানুস সুগরা। এর আরেক নাম হলো আল-মুজতাবা-সঞ্চয়িত। এ গ্রন্থে ইমাম নাসায়ি (র) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের সকল রীতির সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

ইমাম নাসায়ি (র) এ গ্রন্থের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে যে সনদ প্রদান করেন তা হলো- হাদিসের সঞ্চয়ন মুজতাবা নামের গ্রন্থখানিতে উদ্ধৃত সমস্ত হাদিসই বিশুদ্ধ।

চারিত্রিক গুণাবলি

আল-হাদিস ওয়াল-মুহাদ্দিসুন গ্রন্থের লেখকের মতে, ইমাম নাসায়ি (র) অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যতা ও সত্যবাদিতা এবং নম্রতা সকলের নিকট প্রশংসনীয় হয়েছিল। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণির মুত্তাকী। মানুষের সাথে সদাচরণ ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর চরিত্র সম্পর্কে ইমাম যুহরী (র) বলেন- "তিনি ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং ইমাম মুসলিমের চেয়েও উচ্চস্তরের হাফিযে হাদিস।"

মিসরবাসীর অশোভন আচরণ

তিনি যখন মিসর সফর করছিলেন তখন লক্ষ করলেন যে, উমাইয়া বংশের লোকজনের অত্যাচারে লোকজন হযরত আলী ও রাসূল (স) এর বংশধরদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করে। তিনি ব্যাপারটি বুঝতে পেরে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি তাদের এ ভুল সংশোধন করার জন্য দামেস্কের মসজিদে একটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করতে শুরু করলেন, যাতে হযরত মুহাম্মদ (স) ও আলী পরিবার-এর ওপর প্রশংসা করা হচ্ছিল। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, আপনার খুৎবায় মুয়াবিয়ার কোন প্রশংসা আছে কি? উত্তরে ইমাম নাসায়ি (র) বলেন, মুয়াবিয়ার নিষ্কৃতি পেলেই কি যথেষ্ট নয়? উত্তরে লোকটি বলে উঠলো, এ লোক শিয়া। তাকে প্রহার করো, তারপর তাঁর ওপর অতর্কিত আক্রমণ শুরু হলো। ইমাম নাসায়ি এতে ভীষণভাবে আহত হলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে বললেন, তোমরা অনুগ্রহ করে আমাকে মক্কা শরীফ নিয়ে যাও। আমি সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব।

ইন্তেকাল : ইমাম নাসায়ি ৩০৩ হিজরিতে ৮৮ / ৮৯ বছর বয়সে মক্কায় ইন্তেকাল করেন। তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়।

১২.২ ইমাম ইবনে মাজাহ (র)-এর জীবনী ও অবদান

নাম-মুহাম্মাদ, উপনাম-আবূ আব্দুল্লাহ, পুরো নাম- মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাজাহ আল-কাযভীনী। দাইলাম এলাকার কাযভীন তাঁর বাসভূমি। তাঁর জন্ম ২০৯ হিজরিতে। হাদিস সন্ধানের অদম্য আগ্রহে তিনি ইরাক, বসরা, কুফা, বাগদাদ, সিরিয়া, মিসর ও হিজায যান এবং অসংখ্য হাদিস লিখেন। তিনি হাদিসের ইমাম এবং বিখ্যাত হাফিয ছিলেন। জাব্বরাহ ইবনুল মুগাল্লিস (র) প্রমুখ থেকে তিনি হাদিস শ্রবণ করেছেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আবুল হাসান কাত্তান (র) ও ঈসা ইবনে আবহার (র) প্রমুখ প্রসিদ্ধ।

তাঁর গুরুত্বপূর্ণ লেখা হলো সুনানে ইবনে মাজাহ, যা সিহাহ সিত্তাহর অন্তর্ভুক্ত। এ কিতাবটির ব্যাপক চর্চা হচ্ছে। এ কিতাবটি বিশ্বের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমানভাবে সমাদৃতও হয়েছে। তিনি ২৭৩ হিজরির ২২ রমযান ইন্তেকাল করেন।

সারসংক্ষেপ

হাদিস বিজ্ঞানের আরো দু'জন মহামনীষী হলেন- ইমাম নাসায়ি ও ইমাম ইবনে মাজাহ (র)। তাঁদের দু'জনের সংকলিত দু'খানি গ্রন্থ ও সিহাহ সিত্তার উন্তর্ভুক্ত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, সিহাহ সিত্তাহ হাদিস গ্রন্থের নাম ও সেগুলোর সংকলক ইমামগণের নাম লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ইমাম নাসায়ির অমর সংকলন হলো-

(ক) সুনানুল কুবরা (খ) নাসায়ি
(গ) যিলালিল কুরআন (ঘ) আকায়িদ

২। ইমাম নাসায়ি কত হিজরিতে ইন্তেকাল করেন ?

(ক) ১০৩ হিজরিতে (খ) ২০৩ হিজরিতে
(গ) ১৯০ হিজরিতে (ঘ) ৩০৩ হিজরিতে

৩। ইমাম ইবনে মাজাহ কত হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন ?

(ক) ১০৯ হিজরিতে (খ) ২০৯ হিজরিতে
(গ) ৩০৯ হিজরিতে (ঘ) ৪০৯ হিজরিতে

৪। ইমাম ইবনে মাজাহ কত হিজরিতে ইন্তেকাল করেন ?

(ক) ১৭৩ হিজরিতে (খ) ১৮৩ হিজরিতে
(গ) ২৭৩ হিজরিতে (ঘ) ৩৭৩ হিজরিতে

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

হাজী মুহাম্মাদ আব্দুল জাব্বার ২০১৭ সালের রমযান মাসে উমরা করার উদ্দেশে মক্কায় যান। তিনি মসজিদুল হারামের লাইব্রেরিতে গিয়ে বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থ দেখতে পান। সিহাহ সিত্তার হাদিস গ্রন্থগুলি সারিবদ্ধভাবে সাজানো আছে দেখে তিনি হাদিস গ্রন্থগুলো নাড়াচড়া করে দেখতে থাকেন। এক পর্যায়ে তার মনে কৌতুহল জাগে সিহাহ সিত্তার হাদিসগ্রন্থগুলো ক্রয় করার। কারণ বাংলা বাজারে তার পুস্তকের ব্যবসা রয়েছে। তাছাড়া তিনি একটি প্রকাশনা সংস্থার মালিকও বটে। তিনি এ হাদিস গ্রন্থগুলোর অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ বাজারজাত করতে চাচ্ছেন।

ক. প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ কয়টি ? ১
খ. সিহাহ সিত্তাহ বলতে কী বোঝায় ? লিখুন। ২
গ. সিহাহ সিত্তা হাদিসের গুরুত্ব আলোচনা করুন। ৩
ঘ. হাদিস শাস্ত্রে ইমাম নাসায়ির অবদান উল্লেখ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। ঘ ৩। খ ৪। গ